পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

ল-বাবু।

(THE INDIAN SANCHO PANZA.)

বড় দিনের নূতন পঞ্চরং।

১৮৯৭ সাল ২৫ ডিসেম্বর

মিনার্ভা-থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

মজলিস সম্পাদক, পয়জারে পাজি, মণিনাপ্তিনী, রাঙা-ঠান্‌দি, কালোবউ, চাঁদামামা, জুবিলী যজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা, ও ছবি প্রণেতা—

শ্রীদুর্গাদাস দে প্রণীত।

৩৯নং সিমলা ষ্ট্রীট হইতে

পি, এম, বসু এণ্ড কোং দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৩০৪।
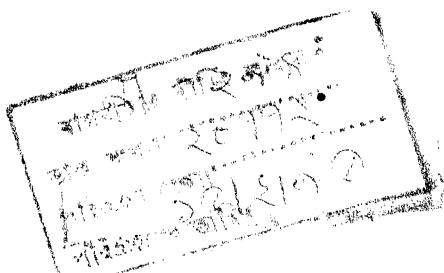
মূল্য ।০ আনা মাত্র।

পঞ্চরংয়ের মালমসলা।

রত্নগণ

টুনে—ওরফে ল-বাবু।
শিবে,—টুনের ভৃত্য।
টেলিফোঁ কুমার,—টুনের শালা (বিজ্ঞান বাবু)
নরহরি—টুনের পেট্রণ (Patron)
জ্যাটা বেদো—টুনের বন্ধু (Season friend)
নূতন বাবু ঐ (Old friend)

দধিচূড়া কাব্য-কদলী—টুনের পুরোহিত

অট্টালিকা চন্দ্র, ট্রাম কুমার মোরব্বা বল্লভ চাটনী চাঁদ মুলোউল্লো মিঞা আত্মারাম আচার	আণ্ডার গ্রাজুয়েট (Under grauate)
Mr কড়িজী দড়জী পার্শী বাবু ছাতুরাম মরিচরাম জহুরী ঘোস্‌পো বেগুনী ফুলুরী তলাপাত্র পিলিং নেলিং তেলাপোকা।	বৈজ্ঞানিক

নভেলী বকাটে ছেলের দল, উড়ে, মুদি, সাহেব চাপরাসী চোবে, চোপরাসীদ্বয়, হবু-কমিশনার, পাহারাওয়ালা, পশুক্লেশ নিবারিনী সভার ইনেস্পক্টর, ফিরিওয়ালা ছোকরাগণ, পাড়ার ছেলের দল ইত্যাদি।

রত্নীগণ।

পাপ।

রেবতী—টুনের স্ত্রী (পাড়া কুন্দুলী)
দিগাম্বরী—টুনের বৃদ্ধমাতা।
মালঞ্চ—টুনে বড় মেয়ে।

মিস্ নক্স ভমিকা " আরণিকা " পলসেটিলা " কেমোমিলা " বেলেডোনা " চায়না	ফুটবল প্লেয়ার

গুপ্তীপাড়া সুন্দরী—নরহরির স্ত্রী

তেলাকুচো বিলাসিনী গাবভেরেণ্ডা বালা এঁচোড় কামিনী সাঁক আলু সুন্দরী পুদিনা মালা মোচা মালিনী	রত্নীগণ

স্বাধিনা কুমারীগণ

চৌরঙ্গী চপলা চেতলা চাতকিনী হেদুয়া বিরহিনী জোড়াসাঁকো জোছনা রায়ট রমণী	কচী রত্নীগণ

লভ্লী লিলী—বিদ্যে চেরিলী,—সুন্দর মেরিলী—মালিনী জেলাসী—গুরুদিদি	বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

চপলা, বিমলা, সরলা, বিদ্যের সখীগণ।

তাঁতিনী ময়রাণী, দিল্লীউলীদ্বয়, ঘোষ-গিন্নি, মিত্তির বউ, চাষা নাত্নী, বষ্টম বউ, বামন ঝিউড়ী ইত্যাদি—

ল-বাবু।
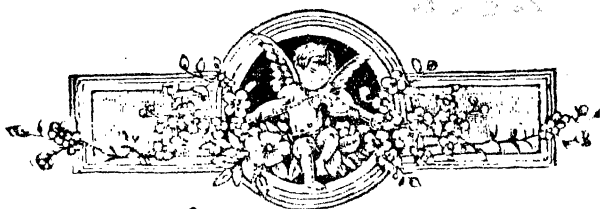
(বড়দিনের পঞ্চরং)

প্রস্তাবনা।

ইডেন গার্ডেনের পার্শ্বস্থ গড়ের মাঠ

(নানা জাতীয় লোক সমাগম)

টুনে ও শিবে গাছতলায় উপবিষ্ট।

মিস্ নক্সভমিকা, মিস্ আর্‌নিকা, মিস্ পলস্‌টিলা, মিস্ চায়না, মিস্ বেলেডোনা, মিস্ কেমোমিলা।

সকলে। গীত।

ঘুমুর পায়ে ঝুমুর ঝুমুর ফুটবল খেল্‌বো ব'লে।
মন খুলে এসেছি সবে গড়ের মাঠে চ'লে॥
গোলকিপারি ক'র্ব্বে মোদের আরনিকা রাণী,
ব্যাকে দাঁড়িয়ে বেলেডোনা দেবে চোক রাঙ্গাণী;
সরবেনাকো রাণী আর চ্যালেঞ্জ চাইতে ছেলের দলে।
বলের বলে গোল ক'রে সব হারিয়ে দেব চ'খের ছলে॥

শিবে। (দৌড়িয়া কাছে গিয়া) ল-বাবু! ল-বাবু। লড়ে এসো, লড়ে এসো—লবদ্বীপ থেকে একদল লইতুন বিবি-বাউল এসেছে গো! বিবি-বাউলের দল এসেছে!! কেমন মাঠে যাত্রা কচ্ছে দেখ। হোঃ! হোঃ!! এন্‌কু! এন্‌কু!! এন্‌কু!!! (হাততালি দেওন)।

আরনিকা।—নক্সভমিকা। নক্সভমিকা!! পলসেটিলা, কেমোমিলা, (Pull his ears, Pull his ears. পুল হিজ ইয়ার্স) এমনি ক'রে কাণ মলিয়া দেও।

টুনে। বলি ও হোমিওপ্যাথিক কুললক্ষী বাছারা! বলি এতটা বাড়া বাড়ি কেন? কুলে কালি দিয়ে, বাপ্ মার্ নাক কাণ কেটেতো মাঠে এসেছ; আবার এই গরীবের ছেলের কাণমলা কেন? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! দড়ী জোটে না, কলসী জোটে না? নূন ছিল না?

সকলে। গীত।

গুণ পুরুষ গঞ্জনা আর দিওনা করিহে মানা।
শাসনেতে রাখ্‌লে পরে সাধ্য কি দি মাঠে হানা॥
হ'য়ে ধান কাণা, ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা আর ত চলে না
(তোমরা) চুন কালি সব দিয়ে গালে, গলায় দড়ী দাওগে না
আয়লো ও বেলেডোনা, কাণটী ম'লে দিয়ে ঠোনা,
আনিগে আঁস্‌বঁটী খানা॥

[গালে ঠোনা মারিয়া প্রস্থান।

শিবে। এন্‌কু! এন্‌কু!! এন্‌কু!!! ভ্যালারে মোর লবদ্বীপের নাতনী।

টুনে। থাম্ ল্যাকা ব্যাটা থাম্! আর কুকুর ডাক্‌তে হবেনা। ও মাগীগুলো গালে ঠোনা মেরে গেল। Oh! Oh! কত X' mas গেল! কত—New years গেল, দু দুবার এমন জুবিলীটা গেল; সাহেব ধ'র্ত্তে দার্জিলিংয়ে গেলুম্, ভুটিয়াদের ভাত খেলুম্, কালীঘাটে জোড়া মোষ মান্‌লুম, তারকেশ্বরে হত্যে দিলুম, কাশীতে বিশ্বেশ্বর প্রদক্ষিণ কর্‌লুম, বেণীমাধবের ধ্বজায় চড়লুম, ব্যাসকাশী গেলুম, দুগগোবাড়ীতে বাঁদর ভোজন করালুম, শ্মশানেশ্বরের মাথায় সগুষ্টিতে প'ড়ে গঙ্গাজল ঢাল্‌লুম, খোসামুদে ব্যাটাদের কত খিচুড়ী খাওয়ালুম, তবু টাইটেল পেলুম না, তবু টাইটেল পেলুম না!! তবু টাইটেল পেলুম না!!!

শিবে। ইস্, ল-বাবু! এনকু! এনকু!! এনকু!!! তুমি হগ সাহেবের বাজারে চল, আমি তাল আর তেল কিনে দেব বেশ ফুলুরী হবে।

টুনে। ওরে শালা শিবে! টাইটেল, টাইটেল। তাল তেল নয়; উপাধি,—মান। রায়বাহাদুর হব। সে কি হগসাহেবের বাজারে পাওয়া যায় শালা? (লাথি মারন)।

শিবে। ইস্, ল-বাবু! তুমি যে কাণমলা খেয়ে লাথি ধরলে দেখ্‌ছি। আমি মেথরের লাথি খেতে পারি কিন্তু তোমার মতন লাথখোরের লাথি খেতে পারবো না। ল-বাবু এই রইলো তোমার খাতা, আর এই রইলো তোমার চাকরী। থাক তুমি মাঠে বসে, আমি বেজা ময়রার দোকানে চল্লুম।

টুনে। থাম্, ল্যাকা ব্যাটা থাম। বস্। উঃ! কি পরিতাপ! উইলসনের হোটেলে ফাউল খেতে গেলুম, আউল আউল ক'রে তাড়িয়ে দিলে। বজবজের জাহাজে কাপতেন ধর্‌তে গেলুম;

একটা সারেঙ্গ এসে Boy, Boy বলে গালে চুমো খেলে, রাস্তার সাহেব পাহারাওয়ালাকে টাইটেলের কথা বল্লুম—Brute ব'লে বেশ দু চারটা রদ্দা দিলে,—লাটসাহেবের বাড়ী ঢুক্‌তে গেলুম, কাণমলে লাল ক'রে ছেড়ে দিলে। তার ওপর আবার মাগী-গুলো গালে ঠোনা মেরে গেলো। যাই ঝিলে ডুবে মরিগে, নরহরির গাল আর খেতে পারি না, আর খোসামুদে-শালাদের খিচুড়ী ভোজন করাতে হইবে না—যাই।

(যাইতে উদ্যত)

(মূর্ত্তিমান কলি অবতারের আবির্ভাব)

কলি। গীত।

শোন্ টুনে শোন্, করিয়া যতন,
দেখ ত্রিভূবন মম অধিকার ;
হবে একাকার, না রবে বিচার,
ঘরে ঘরে ঘরে হবে হাহা কার।
মাহাত্ম্য আমার, দেখ এক বার,
লাল দিঘি সেঁচ করিয়া যতন ;
জলধীর গর্ব্ব, হয়ে যাবে খর্ব্ব,
মম বরে পাবে অমূল্য রতন।
নরনারী কত, টাইটেল যত,
উঠিবে নাচিবে হাসিবে গাইবে ;
মেয়ে গুলি মোর, প্রেমেতে বিভোর,
যারে তারে সেই মজিবে মজাবে।

আমার ভগিনী, সাহেব বিরহিনী,
তুলিবে উড়াবে মজার ধ্বজা ;
আফিঙ্ খাইবে, গলে দড়ি দিবে,
জাতি কুল খাবে হবে কত মজা।

(কলি অবতারের তিরোভাব)

পাপ। (পাপের আবির্ভাব)

গীত।

নাম্‌টী আমার পাপ,
কলি আমার বাপ,
মজাই আমি যারে তারে।
আমি চোক ঠেরে ইসারা করে,
ভোলাই খেলাই প্রেমের তারে॥
পীন পয়োধরে দোলে ফুল মালা,
কাল কেশ করে নিতম্বেতে খেলা,
স্বভাব আমার গরল ঢালা,
সুধা ভূলে খেয়ে মরে।
ভালবাসি পাপের হাসি,
পূণ্য নাশী যত্ন করে॥

(অন্তর্ধ্যান।)
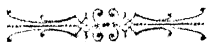
দ্বিতীয় দৃশ্য।

বীডনষ্ট্রীট

মিনার্ভা থিয়েটারের সম্মুখ।

(অট্টালিকা-চন্দ্র, ট্র্যামকুমার, ঘোরব্বাবল্লভ, চাট্নি-চাঁদ, মুলোউল্লো, আত্মারাম আচার, প্রভৃতি কতকগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের সিঁড়ি কাঁদে বাল্তী ও পোঁচ্ড়া হস্তে প্রবেশ।)

কলে। গীত।

আমরা পাশ হয়েছি এবার এলে,
আফিসেতে গিয়েছিনু চাকরী ক'র্‌ব বলে।
সাহেব দিলে কাণটী মলে,
হাতে দিলে বাল্‌তী তুলে,
এখন পোঁচ্‌ড়া হাতে সিঁড়ি কাঁদে, কলি ফেরাই ছ্যালে ছ্যালে॥
হায়রে বিশ্ব বিদ্যালয়,
তুমি ছেলের যমালয়,
পড়ে শুনে গাধা হ'য়ে ঢুক্‌তে হলো মেতুয়া দলে,
এ্যাপ্রেণ্টিস্ খাটিয়ে নিয়ে চুনকালি শেষ দিলে গালে।

মু-উ। Brother অট্টালিকাচন্দ্র quick march থিয়েটারের সাম্‌নে বেশীক্ষণ দাঁড়ান হবে না, বেটারা ভারী পাজী;

দেখ্‌বে আর এখুনি আমাদের বড়দিনের Pantomime এ সং সাজিয়ে দেবে।

অট্টা। হে পরমেশ্বর! তোতাপাখী যা পারে না, ধোপার গাধা যা পারে না, আমি তা করেছি। আমি মুখস্থ ক'রে পরিশ্রম ক'রে পাশ ক'রেছি। হয় আমাকে বড় লোকের শালা, না হয় জমীদারের শালিপতি ভাই, না হয় হাকিমের জামাই, না হয় কোম্পানীর পুষ্যিপুত্তুর, নিদেন কোনও ডিপ্লোমা প্রাপ্তা মিড্‌ওয়াইফের হজ্‌ব্যাণ্ড্‌ ক'রে দাও। চাট্‌নীচাঁদ! আর বাল্‌তী সিঁড়ি বইতে পারিনি।

চাঁটনী। মুলোউল্লো! মুলোউল্লো! কেন কর ভয়,
হইয়াছি সৌখীন মেতুয়া,
ছাড়ি হেন আত্মাভিমান, ল'য়ে বালতী সিঁড়ি কাঁদে।

মু-উ। Brother মোরব্বা কুমার! চাট্‌নী চাঁদ ভায়া Act ক'ল্লে বেশ। তুমি একটু কংগ্রেসী ভাষায় বক্তৃতা দাও।

মোরব্বা। দাদা মুলোউল্লো! এই সিঁড়ি কাঁদে ক'রে, বাল্‌তী ব'য়ে, পোঁচ্‌ড়া টেনে টেনে দেহ দার্জিলিঙ্গের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে, আর বড় বক্তৃতা কর্‌বার সাধ নেই, কলেজের গরম এই বাল্‌তী ব'য়েই নরম হ'য়ে গেছে, চল।

মু-উ। Brother তবে কেন চাকরী স্বীকার কল্লে?

মোরব্বা। পেটের দায়ে দাদা, পেটের দায়ে! পেটের দায়ে চাকরী স্বীকার করেছি। এই দেখনা, পেটের দায়ে জুতোর ঠোক্কর খাচ্ছি, পেটের দায়ে আফিসে কাণমলা খাচ্ছি, পেটের দায়ে মিথ্যাবাদী জোচ্চোরের কাছে, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ব'লে জোড় করে দাঁড়াচ্ছি। পেটের দায়ে, মান অভিমান ত্যাগ

করেছি, পেটের দায়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ত্যাগ করেছি, এমন কি পেটের দায়ে, চাকরীর জন্যে নিজের পরিবারকে, সুপারিস করবার জন্যে অম্লান বদনে যেথা সেথা পাঠাচ্ছি। দাদা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছি,—সৎপথ। সৎপথে থাক্‌লে, অবশ্য পেটের দায়ের জন্যে ভাব্‌তে হবে না। এখন তোমার বক্তৃতা পদ্য গদ্য ঐ হাবড়ার পোলের নীচে পুতে রেখে এসগে। চল, স্বাধীন ব্যবসা করা যাক; বেগুনী ফুলুরীর দোকান খুলিগে।

[সকলের প্রস্থান।

(কতকগুলি ছেলের প্রবেশ)

সকলে। গীত।

ফাই ফাই ফাই বার্ডসাই,
এখন টুক্ ক'রে যাই, ঢুক্ ক'রে খাই,
রাস্তায় গড়াই (বুঝ্‌লেত ?)
বাক্স ভেঙ্গে গয়না নিয়ে,
বেশ্যা বাড়ী বাঁধা দিয়ে,
পুলিস কোর্টে ফাইন দিয়ে,
বাবার মুখে জ্বালি দেশলাই।
বেলা গেলে বসে বাগানে,
চেয়ে থাকি ছাদের পানে,
Love scene play করে,
হিরো হ'তে চাই,
আবার পান্‌সী করে পারে গিয়ে জেলাসী দেখাই।

[প্রস্থান।

(টুনের চাদরের এক দিকের এক খোঁটে আপনার কোমর বাঁধিয়া অপর দিকে মুটের কোমর বাঁধিয়া অগ্রে অগ্রে গমন)

টুনে। সত্যযুগে যেমন মৎস অবতার ; ত্রেতাযুগে যেমন বামন অবতার ; দ্বাপর যুগে যেমন বুদ্ধ অবতার ; আর এই কলিযুগে তেমনি কুলি অবতার। অবতার গুলি যেমন এক একটী পলিসিবাজ, মুটে ব্যাটাগুল তেমনি চোরের সর্দ্দার। এক এক ব্যাটা যেন হোসেন খাঁর নানা, চোকটী যদি পাল্‌টেছ, অম্‌নি রাস্তা ভুলে গলি ঢোকবার চেষ্টা। দেখি চাঁদ, এইবার কেমন ফাঁকি দাও।। আও, আও, চক্ষুদান মৎ দেও।

মুটে। (স্বগত) এ হালা হুমুন্দী, মুই ট্যারে ল্যাজে বাঁধি থুম্ চল্‌তিছে। হালা ত দ্যাবে দ্যাড় পুইসা, লইতুন বাজার থেনে, লাচঘর অবধি লিয়ে আস্‌ছে, বলে আরও যাতি হবা। (প্রকাশ্যে) ওগো, ওগো বাবু মশই মোরে পদ্দার লয়ের মত গুণ্ টানতিছ কেনে বল ত ?

টুনে। কুলি শ্রেষ্ঠ! তুমি ভেবনা! আমি তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারি, পয়সা দিলেও দিতে পারি, না দিলেও দিতে পারি। কেমনা তুমি জান না, তুমি জান না, আমি রায় বাহাদুর হব, পাড়ার লোকের মুখে চুন কালি দেব। মুটে ভাই! তুমি মুসলমান, আমার জন্যে তুমি রেকমেণ্ড করবে কিনা বল। তোমার পায়ে ধরি তুমি বল, তোমার পলাণ্ডু নিঃসৃত রসুনামোদিত রসনাতে বল। (পায়ে ধরণ।)

মুটে। বাবু! আপনি হচ্চেন হ্যাঁছু, টাহার মানুষ মুটের গোড় ধরেন কেনে ?

টুনে। মুটে চাচা আর হিঁদুয়ানীতে সক্ক নেই হিঁদুগিরি

কোরে একটী পয়সা জমাবার যোটী নেই। হিঁদু ধর্ম্মে পয়সা রাখা মহাপাপ। সেই জন্যে হিঁদুর বার মাসে তের পর্ব্ব, পনের তিথিতে পঁয়তাল্লিশ ব্রত, সাতপুরুষের শ্রাদ্ধ, চোদ্দ পুরুষের তর্পণ, সাত সাত্তে উনপঞ্চাশ পুরুষের গয়ায় পিণ্ডিদান; ভিক্ষুককে ভিক্ষে না দিলে পাপ, জগন্নাথ ক্ষেত্রে আটকে না বাঁধলে মহাপাপ, ওলাবিবি শেতলা দেবী এঁরাত ডেকে খেগো দেবতা। আর এই অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চুড়াকরণ, উপনয়ন, নৌকা গঠন, ঔষধ করণ, সীমন্তোয়ন শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ধান্য বপন, রাজ দর্শন প্রভৃতি ন শ নিরনব্বুইটে খুটী নাটী আছে। তার ওপর নিজের পরিবারটীকে বেচে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। বেয়াইএর ছেলের নাক ফোঁড়ন-মলমের জতুক চাই; বেয়ানের সাধ ভক্ষণে পৃথিবীর জিনিষ চাই, বেয়াইএর চাকরী আছে উপরি নেই, সেটী দিতে হবে; বেয়াই আর বেয়ান যদি আশ্বিন মাসে, পাকা আঁম খেতে চান, আর এখানে যদি না পাওয়া যায় তবে লঙ্কা থেকে আনিয়ে দিতে হবে। মুটে চাচা এই রায় বাহাদুরটা হয়েই একটা মাঝা মাঝি হিন্দু হব।

(জনৈক উড়ের প্রবেশ)

উড়ে। (স্বগত) মুটে শড়া বাবুকে বাগুড়া করুছি নাকি, ই—শড়ারা গাইটছড়া বাঁধি কি কৌউটী যাউচি?

টুনে। উড়ে খুড়! তুমি আমার Father এর friend ছিলে। তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ্, আমি তোমার ধর্ম্ম পুত্র। তুমি চেষ্টা কর্‌লেই আমি রায় বাহাদুর হব। এস, তোমায়ও চাদরে বাঁধি। (উড়েকে ধরিতে যাওন)

উড়ে। ই—শড়া বাউরা হউচি, বাউরা হউচি!

[প্রস্থান।

(তাঁতিনীর প্রবেশ)

তাঁতিনী। গীত।

কেন শীষ দিয়ে সব ডাকে আমায় তাঁতি বউ ব'লে।
আবার চোক ঠেরে ইসারা করে, রাস্তা দিয়ে চলে গেলে॥
আমি একলা মায়ের একলা মেয়ে,
এনে কল্‌কাতাতে দিলে বিয়ে,
ভাতার ম'লো আফিং খেয়ে, স্বাধীন হলুম ব্যবসা খুলে॥

(শিবের প্রবেশ)

শিবে। এন্‌কো! এন্‌কো!! এন্‌কো!!!

তাঁতিনী। আ মলো, এ বেটা কোথেকে এলো, বেটা যেন আস্ত ভূত।

শিবে। তাঁতি ঠান্‌দি! লাগাও, লাগাও, খুব গান লাগাও! আমি তোমায় পেরাণ দেব। আমার প্রাণে বহুত ফূর্ত্তি হুয়া, জয় মা কালী! (সুর করিয়া)

"কলঙ্কেতে ভয় করোনা বিধুমুখী।
যে যা বলে স'য়ে থেকো হয়ে আমার দুঃখে দুখী।"

এন্‌কোঁ! এন্‌কোঁ!!

টুনে। হে লজ্জা নিবারিনী তাঁতিনি! তোমার কাপড়ের তালিকা আছে।

তাঁতিনী। হ্যাঁ ক্যাট্‌লগ্ আছে। এই নিন্; মুখেও শুনুন।—

আছে গাঁট্‌রি পোরা কাপড় সেরা বলব কত বল।
খদ্দের গুন কিন্‌তে এসে করে কত ছল॥
জলসাগু, পাতিলেবু ডাক্তার বাবু পেড়ে।
হাবু ডুবু বাস্ত ঘুঘু মন নিয়ে যায় কেড়ে॥
কাদম্বিনা সোদামিনী মহন্ত মানিনী।
কুসুম কলি কিস্‌মিকুইক্ বোস্‌জা বিনোদিনী॥
উকীল কোকিল পেড়ে, আহা মরি মরি।
পচার পিসি হাসি খুসী নাগর নাগরী॥
সোনার চুড়ি মুড়কী মুড়ি এডিটর ধাক্কা।
খেংরা পেড়ে ডেকরা পেড়ে আর পেড়ে অক্কা॥
হাইকোর্ট জষ্টিস্ পাছা, পাছা বেলচেম্বার।
উড্‌রোফ্ ইভান্স পাছা, পল পাছার বাহার॥
ব্যান্যার্জী, চ্যাটার্জী পেড়ে, পেড়ে চক্রবর্ত্তী।
কিন্‌তে আসে ঘুরে ফিরে অনেক যুবতী॥
মিউনিসিপালিটী, ইউনিভারসিটি, আর পুলিশ পেড়ে।
কিন্‌লে পরে এসব কাপড় আছাড় খেয়ে পড়ে॥
আড়নয়ন ইসারা পেড়ে আর মুচ্‌কে হাসি।
কুৎসিতা রমণী হয় স্বর্গের রূপসী॥
আমার আলমারিতে অনেক কাপড় রেখেছি সাজিয়ে।
পর আমার কাপড় খানি কাঁটা খোঁচা দিয়ে॥

শিবে। বাঃ বাঃ গোলাপী গাঙেরী বিবি? বাঃ বাঃ বহুৎ আচ্ছা হ্যায়। ল-বাবু তাঁতিনীকে বাড়ী নিয়ে চল।

টুনে। তাঁতি রমণি! তুমি কবি, তুমি গায়িকা, তুমি নায়িকা।

তোমার আখ্যায়িকা আমি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করব। আর কিছু কাপড় আছে?

তাঁতিনী। গীত।

আমার নূতন তাঁতের কোরা কাপড় নূতন আমদানী।
নগদ দামে লাভ নেবনা ক'রব না কো বেইমানী ॥
আমার সখের তাঁতের সখের কাপড় কিন্‌তে কেউ এলে।
বসিয়ে তারে বেচ্‌বো কাপড়, আমার কাপড় দেখে যাবে ভুলে ॥

শিবে। উঃ! ল-বাবু! মাইরী বল্‌ছি ল-বাবু! আমি উদাস হইচি, তাঁতিনী ঠান্‌দি! তুমি লোকা ধোপা, তুমি গাঁতরা কোম্পানী।

টুনে। তন্তুবায় ঝিয়ারী, তুমি ভিন্ন আর কেউ আমায় রায় বাহাদুর করতে পারবে না। তুমি অনেক বাড়ী ভ্রমণ কর, অনেক বড় লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে, তুমি মনে কল্লেই হবে, তাঁতি রমণী, আর একটী কথা তোমায় নিরিবিলি বলি, খুব চুপি চুপি বলি; শোন, তোমার যা কিছু আছে, আমার নামে উইল করে দাও, আর তাঁতের আমমোক্তার নামাটী আমায় দাও তুমি দেখ্‌বে, আমি বই লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, মান্‌চেষ্টারের সব কল তুলে দেব। তোমার কাপড়ের প্রতি এই ভেতো বাঙ্গালীদের নজর পড়বেই পড়বে। তোমার সব কাপড় উঠে যাবে।

শিবে। ল-বাবু! তুমি তাঁতিনী ঠান্‌দিকে বিয়ে ক'রে ফেল। তাঁতিনী তোফা লোক! ঠিক যেন গোপালে উড়ের দলের মালিনী মাসী।

তাঁতিনী। দেখুন যে বাঙ্গালীরা ছেলে মেয়ের অসুখ হলে, আর খই বাতাসা খাওয়ায় না, যে বাঙ্গালীরা আফিস্ থেকে আস্-বার সময়, এক পয়সার তামাক বাদে, পনের আনা তিন পাইএর বিলাতী জিনিষ কিনে আনে, যে বাঙ্গালীর মেয়েরা ফ্যান্সি পোষা-কের জন্য স্বামী বেচারিকে ঋণগ্রস্থ কর্‌তে ক্রটী করে না, যে বাঙ্গালীরা ছেলে মেয়েকে, বিলাতী দাইএর দ্বারা লালন পালন করায়; সেই বাঙ্গালীরা কি আবার দেশী কাপড় কিনে পর্‌বে এ আশা করেন?

টুনে। (চাদর টানিয়া ইঁট বাঁধা দেখিয়া) অ্যাঁ! কুলি কোথা গেল? কুলি! কুলি! কুলি—অ্যাঁ! পালিয়েছে। শালা ভারি ফাঁকি দিয়েছে। শালা আবার ইট বেঁধে দিয়েছে ওঃ! জোচ্চোর কখন সেয়ানা হয় না। শিবে! শিবে! আয় এই গলিটা দেখি।

[প্রস্থান।

শিবে। ল-বাবু! পাক্‌ড়ো শালাকো! হাম্ পিছু পিছু দৌড়্‌তা হ্যায়।

[প্রস্থান।

তাঁতিনী। গীত

আমার নূতন তাঁতের কোরা কাপড় নূতন আমদানি।

(সজোরে দধিচূড়া কাব্য-কদলীর প্রবেশ)

দ-চু। ভোঃ! ভোঃ! তাঁতিনীং! ফেরোং, ফেরোং, টুনে মম শিষ্যং এতদ্ধেতুঃ এতক্ষণং আমিং প্রাইভেটং, থুড়িং থুড়িং, বিঙ্কুং বিঙ্কুং, আড়াল থেকেং তব মণ্ডাবৎ গীতং শ্রোত্যাং, কর্ণ ছিদ্রং পরিতৃপ্তং প্রতিগৃহ্যতাং।

তাঁতিনী। ভট্‌চায্যি মশাইং প্রণামং।

দ-চু। সাধুং! সাধুং!—সেবাদাসীং হবিষ্যামিং।—

তাঁতিনী। দাদাঠাকুর! বিধবাং যে আমিং।

দ-চু। ওই ভর্ত্তৃদ্বারিকে! সাধুং সাধুং আবাভ্যাম্, বিদ্যাসাগরভ্যাং, ছাত্রভ্যাং নাস্তি ফণ্টং ন দোষং।

তাঁতিনী। তোমার ফণ্টং, ফণ্টং রাখং। গানং জানং?

দ-চু। গানং? হুং! অহনি। চর্ব্বিশ ঘণ্টানি ধরাণী অলাবু বাদ্যং কার্য্যং কুরুং।

তাঁতিনী। কুরুং, কুরুং রাখং! সুরুং ধরং!

দ-চু। গীত।

তাতিনীং তুমি মম শ্রীরাধাং আমিং তব শ্রীহরিং।
তোমার তরেং শিষ্য বাড়ীং করবং কলা চুরীং॥
(কর্‌ব ময়দা চুরীং কর্‌ব ঘৃত চুরীং)

তাঁতিনী। অহম চাল কলাতে, ঘি ময়দাতে পিরীত কিং করিং।
মনের মতন মানুষ পেলেং উপোষ ক'রে থাকতে পারিং॥

দ-চু। তাতিনীং, নেওয়া পাত্তীং ভুড়িং মমং মাথায় লম্বা টিকিং।
কাল বটেং রং টুকুং আলু চেরা আখিং।
ট্যাঁকে গোঁজাং দেখনা চেয়ে দুয়ানী দুটীং।
প্রণমি শ্রীপাদ পদ্মেং (শিরে) দে পদ দুটীং॥

তাঁতিনী। ওরে টুলং ফুলং পণ্ডিতেরে কেয়ারং কিং করিং।
আমার তরেং ছোঁড়াং বুড়াং বুকে মারে ভোঁতা ছুরীং॥

(বকাটে ছেলের প্রবেশ)

গীত।

ব ছে। তাঁতিনী রাঁধে বেশ, রাঁধে বেশ,
গলায় পরে মটর মালা।
প'রে রাঙ্গা শাড়ী, নাড়ে হাঁড়ি,
হ'য়ে যেন ব্রজের বালা॥
পুকুর ঘাটে বাজলে বাঁশী,
প্রাণে যেন যায় আঁকশী,
রান্না ফেলে ছোটে জলে,
দেখ্‌বে ব'লে চিকণ-কালা॥
দেখ্‌তে পেলে ছলে বলে
জানায় তারে প্রাণের জ্বালা॥

তাঁতিনী। ওরে আমি একলা ঘরে একলা থাকি
তাই বাড়ে জ্বালা।
নয়কো জ্বালা যেমন তেমন
যায়না কারেও বলা॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য ।

টুনিরামের আড্ডা বাড়ী ।

শিবে ও টুনে ।

শিবে । ল-বাবু ! এক খানা গাড়ী আনি । চল, চুনোগলি চলো । একদল গোরার বাস্তি চাই, একটা হল্লা করতে বেরুতে হবে ।

টুনে । ওরে শালা শিবে ! গাড়ী-ভাড়া কে দেবে ? নরহরি শালা ব'লেছে আর এক পয়সা দেবে না ।

শিবে । গাড়ী চড়বে না কি ল-বাবু ? কোন্ ল্যাকা ব্যাটা বলেছে পয়সা দেবে না ? হাম্ দেঙ্গা ।

টুনে । শিবে ! শিবে ! আর গাড়ী চড়বার সাধ নাই । হাতিতে চড়েছি, ঘোড়াতে চড়েছি, গাধাতে চড়েছি, উটেতে চড়েছি, গাজনের সময় সংদিতে এস্‌কাভেনজারের গাড়ীতে চড়েছি, রামনীলেয় ফাঁকি দিয়ে নাগরদোলায় চড়েছি ; এস্তক ঠেলা গাড়ী থেকে সুরু ক'রে গরুর গাড়ী পর্য্যন্ত চড়েছি । যৌবনে অনেকবার ঝোলায় চেপেছি, এখনও মাঝে মাঝে চাপি । পাঁজা কোলাতে যে কতবার চেপেছি তাঁহা আমার মনে নাই ।

শিবে । হাঃ ! হাঃ ! ল-বাবু থ্যাঙ্ক ইউ । কুছ্ পরোয়া নেই, তোমার ইস্পিরিট নিয়ে চলেঙ্গা, হেঁটে পাড়ি মারেঙ্গা । ল-বাবু, তোমাকে রায় বাহাদুর করকে তবে হাম্ জলগ্রহণ করেঙ্গা ।

(টেলিফোঁ কুমারের প্রবেশ)

টে-কু। গ্রিফ! গ্রিফ! ইন্‌টেন্স গ্রিফ! টুফোল্ড গ্রিফ! দুঃখ! দুঃখ! অতি দুঃখ! ডবল দুঃখ! ভগ্নী-স্বামী! আমার প্রাণ ফেটে গেল।

শিবে। এনকু! এনকু!

টুনে। পত্নি-ভ্রাত! শ্বশুর-সন্তান! পুত্র-মাতুল! শ্বাশুড়ী-নন্দন! তোমার আবার কি দুঃখ? একবার প্রকাশ করে বল।

টে-কু। দেখ আমার প্রথম দুঃখ আমার প্রেয়সী সুন্দরীওলীর সঙ্গে মিলন হ'লো না। দ্বিতীয় দুঃখ তুমি রায় বাহাদুর হলে না। তৃতীয় দুঃখ আমি বড় লোকের শালা হইতে পাল্লুম না।

টুনে। তো শালার আবার প্রেয়সী কেরে?

টে-কু। আহা! সেই শান্তিপুরের চন্দ্রমুখী তাঁতী বউ। যিনি ফেরি করে কাপড় বেচেন, যিনি মোটা সুতো সরু করেন। সরু সুতো মোটা করেন; যিনি বিবাহের আগেও বিধবা ছিলেন, বিবাহের পরেও বিধবা হইয়াছেন। আহা সেই প্রেয়সীকে কত-ক্ষণে পাব।

টুনে। সে যে বুড়িরে শালা।

টে-কু। কি বল্লে বোনাই? কি বল্লে দিদি-নাথ? সে বুড়ী? সে বুড়ী? যাই তবে ফাদার সপেটাসোঁর কাছে যাই, বিজ্ঞান বলে বেটীকে যদি ছুড়ী কর্‌তে পারি?

[প্রস্থান।

শিবে। ল-বাবু! এ শালা কেগা? এ শালা এলো আর ছুটে পালাল; এই শালা কি তোমার শালা? আমি থাকৃতে এখানে কোন শালা কিছু করতে পারবে না।

(মদন মুদীর প্রবেশ)

বাঃ! বল্‌তে বল্‌তে আর এক শালা হাজির।

মুদী। টুনি বাবু! টাকা দাও! মাথায় আগুণ জ্বলছে, দাঁড়াতে পারিনে।

শিবে। সরে যা, ন্যাকা ব্যাটা সরে যা! আগে ল-বাবুকে রায় বাহাদুর করি, তার পর আসিস্।

মুদী। তুই থাম শালা খোসামুদে, থাম্ শালা বেইমান।

শিবে। ল-বাবু! শালাকে তাড়াও। লইলে শালাকে এক ঘুসি মারেঙ্গা, হাঁ—

মুদী। ওরে শালা জোচ্চোর! আজ তিন বচ্ছর যে ক গণ্ডা পয়সা খেয়ে রেখিছিস তাই দেঙ্গা দেখি? শালার যে এখুনি কাণমলে দেঙ্গা।

শিবে। আচ্ছা দাঁড়া শালা! আগে মিত্তেকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

টুনে। মুদে দাদা! দেনা আমি দিতে পারব না। দেনা দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়।

মুদী। টুনি বাবু তোমার উদ্দেশ্য ফুদ্দেশ্য তুলে রাখ, আগে টাকা দেও!

টুনে। হে মুদে। তুমি মিলের এসে পড় নাই। চীনের ইতিহাস পড় নাই, ইরাকোহামার ড্রামা পড় নাই, কামস্‌কাটকার ফার্স পড় নাই, নবাজেমলার প্যান্টমাইম পড় নাই, হাঙ্গেরির হিউমার পড় নাই, উত্তমাশা অন্তরীপের উইচ্‌পড়নি, ফ্রান্সের সায়েন্স

পড় নাই, বেলজিয়মের বোটানি পড় নাই। মক্কার মেট্রিয়ামেডিকা পড় নাই, শরতের চিঠি পড় নাই, তাই এরূপ ব'লছো। সিরাজউ-দ্দৌলা জগৎশেঠের কাছে দেনা ক'রে ছিল, আমাদের রাজা, যার অন্নে আমরা প্রতিপালিত, তাঁরও দেনা আছে। দেনা আছে ব'লেই পৃথিবী চ'ল্‌ছে, যার যত দেনা তার তত লক্ষী-শ্রী, তুমি আমাকে দেনা দিয়ে কি লক্ষী ছাড়া হ'তে বল। সংসারে যার দেনা নাই সে ভোতা! ভোতা!! ভোতা!!!

মুদী। তবে আমি নালীশ করিগে।

টুনে। মুদি ভাই! হে মুদিকুল রত্ন মদন মুদে! তুমি আমার কে ছিলে? তা না হলে আমার জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদবে কেন? মুদি ভাই! তবে তুমি শীতলা বাহনের মত কাণ খাড়া করে শোন।—দেখ আল্‌তা না পরলে যেমন যুবতীর পায়ের বাহার খোলে না, যেমন মস্ত চুলের মাঝে ছোট্টো টিকি না রাখলে হিন্দুয়ানী খোলে না, সম্পাদক জেলে না গেলে যেমন খবরের কাগজের বাহার খোলে না, যেমন পরিবার খোরাকির নালিশ না করলে স্বামীগিরি খোলে না, আফিসে কাণমলা না খেলে যেমন কেরাণীর বাহার খোলে না, কাঁকড়ার দাড়া না ভাঙ্গিলে যেমন জেলেনীর বাহার খোলে না। মুদি ভাই! সেইরূপ নালিশ না কল্লে দেনার বাহার খুলবে না, অতএব মুদে! তুমি যাও! নালিশ কর্‌গে, আমারও বাহার খুলুক।

মুদী। খুব তো মতিরায়ের মতন আকৃট কল্লে! নালিশ কল্লে যে ভদ্রতা বেরিয়ে পড়বে।

টুনে।—হে মুদে! তুমি আমার একমেব দ্বিতীয়ম্। মুদি ভাই! এই ধরাধামে কার নামে না নালিশ হয়? সুইডেনের

এক সন্ন্যাসীর নামে নালিশ হয়েছিল ; সে সংসারী হ'লো। ক্রিষ্টিয়ানার এক ধনী এক কেরাণীর নামে নালিশ করে, ধনি ম'রে গেলে কেরাণী বিষয় পেলে। ফ্রান্সের বিশপতি বেল বোর ছেলে প্রথম বো, দ্বিতীর দন্ত উঁচু বলে আদালতে বংশ মর্য্যাদার নালিশ করিতে গিয়াছিল। তার বাবা তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিলে। হাইকোর্টে গিয়া দেখ, ছোট আদালতে গিয়ে দেখ, কত মহামান্য মাননীয় ব্যক্তির নামে নালিশ চলিতেছে। ঘু ঘু পাড়ায় গিয়ে দেখ, কত ব্যক্তির নামে নালিশের নান্দি মুখ হ'চ্ছে। কত মায়ের পেটের ভায়ের নামে নালিশ হ'য়ে মাকে বকরা করে নিচ্ছে। শালগ্রাম শিলার মাসহরা বন্দবস্ত করে দিয়ে আদালতের, হাতে দিচ্ছে। মুদী ভাই তাতে আমার চন্দ্র বিন্দু মাত্র ক্ষতি হবে না, বরং মান বাড়বে।

মুদী। দেখ্ টুনে। বেশী বাড়াবাড়ী করিস্নে, রাস্তায় বেরো তোর এক্‌টগিরি বার কচ্চি ! শালা বেইমান। জোচ্চোর।

[প্রস্থান।

(জ্যাঠা যেদোর প্রবেশ)

জ্যা-যে। টুনি ভায়া ! টুনি ভায়া ! এসেচে ! শিগ্‌গীর এস, শিগ্‌গীর এস। বাহাদুর পাঠিয়েছে।

টুনে। কে কে ?

জ্যা-যে। তুমি এস না, এস না, খাতির ক'রে ভেতোরে আগে আন না।

(উভয়ের প্রস্থান ও উড়ে চাপরাসী সাহেবকে লইয়া প্রবেশ)

উভয়ে। আইয়ে চাপরাসী সাহেব, আইয়ে, চেয়ার পর বৈঠিয়ে।

(চাপরাসী সাহেব চেয়ারে ও পদতলে টুনের উপবেশন।)

টুনে। শিবে শালা কোথা গেল? শিবে! শিবে! শিবে তামাক নিয়ে আয়; আলবোলা নিয়ে আয়।

জ্যা-যে। বাঃ! বাঃ! টুনি ভায়া! তুমি একটা লোক বটে। খাতির কত্তে জান। তোমার কপালে রায় বাহাদুর চিক্ চিক্ কচ্ছে।

(আলবোলা লইয়া শিবের প্রবেশ)

শিবে। (চাপরাসী দেখিয়া) বাঃ! বাঃ! হাড়গিলে আফিসের চাপরাসী সাহেব সেলাম! সেলাম! বহুৎ বহুৎ সেলাম।

জ্যা-যে। ওরে শালা শিবে! হাড়গিলে আফিস কিরে?

শিবে। হাড়গিলে আফিস চেন না? তা চিন্‌বে কি করে? বাড়ী ঘর দোর ত নাই ত চিন্‌বে কি করে? যারা বর্ষাকালে রাস্তায় তিনবার ক'রে জল দেয়—গ্রীষ্মকালে ঢু ঢু।

জ্যা-যে। টুনি বাবু! সাহেবকে বাতাস কর; মাথায় বরফ জল দাও।

চাপ। নেহি নেহি, জাড় করিবি, জাড় করিবি।

জ্যা-যে। টুনি দা! টুনি দা! সাহেব এসেছে, একটা ম্যায়ফেল কত্তে হবে; শিবে যা, একদল বাইজী ডেকে আন্।

[শিবের প্রস্থান।

টুনে।—(আলবোলার নল চাপরাসীর মুখে ধরিয়া) সাহেব আমি রায় বাহাদুর হবতো? হবোতো?

চাপ।—তু তো রায় বাহাদুর হু হুস্তি।

(শিবের দিল্লিউলী লইয়া প্রবেশ)

শিবে।—আইয়ে বিবি, আইয়ে! ইধার আইয়ে, সাহেব কা বগলমে আইয়ে।

জ্যা-বে।—বিবিজি! সাহেবকো, ভাল ভাল সঙ্গীত শুনাইয়ে।

দিল্লী উ। গীত।

হাম্‌লোক দিল্লীউলী, হাম্‌লোক দিল্লীউলী
হাম্‌লোক দিল্লীউলী।
সরাপ পিকে ঢুঁড়ি, গলি গলি॥
বদন ঝাঁপকে নয়না হানকে, যব সরাপ পিতা,
হেলকে দোলকে লাথি দেতা।
(সৈঁইয়া) পরদেশমে ভাগতা বোলকে মিঠি বুলী॥

শিবে। এনকু! এন্‌কু!! এন্‌কু!!!

জ্যা-বে। লাড্ডু বিবি! ফুরসি বিবি। সেলাম! সেলাম!! বহুৎ বহুৎ, সেলাম!

শিবে। সাহেব! ল-বাবু! প্রেমসে কহ লাড্ডু বিবি কি জয়। ফুরসি বিবি কি জয়। চাপরাসী সাহেব কি জয়। ল-বাবু কি জয়।

জ্যা-বে। শিবে! বাইজীকো একঠো বাঙ্গলা তান ঝাড়নে বোলো।

শিবে। বাইজী! বাইজী! চাপরাসী সাহেব খুব খুসী হুয়া হ্যায়, এক আধটা বাঙ্গলা ছোড়।

বাইজি। গীত।

আজ হ'তে খেলতে সেথা যাবনা কুসুম ফুল।
স্কুলের সব ছোকরা গুলো, খেতে বলে টোপা কুল।
নয়নেরি এমনি নেসা,
দেখলে আসে ভালবাসা,
ছোকরা গুলো খাসা খাসা,
দেখলে হয় প্রাণ আকুল॥

শিবে। পিরীতি সবাই করে, কেউ হাসে কেউ কেঁদে মরে।
কার ভাগ্যে দু শ মজা কেউবা দাঁড়িয়ে রাস্তার ধারে॥

জ্যা-যে। বল হরি, হরি বোল।
যশোদা নাচাত তোরে বোলে নিলমণি॥
সেরূপ লুকালী কোথা করাল বদনী শ্যামা॥

(নরহরি, মক্কানাথ, ঘুঘু মিত্র ইত্যাদির প্রবেশ)

নরহরি। টুনি বাবু! তুমি একেবারে গেছ? এযে আমাদের হুন্দর পাইখানার চাপরাসী! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! টুনিবাবু! ছট্টু। চোবে! শালা লোক কো নিকাল দেও।

(চোবের প্রবেশ)

চোবে! যেদো শালার কাণ মলে তাড়িয়ে দে। শিবে শালাকে বিশ নাগরা লাগা। বলি ওরে ব্যাটা চাপরাসী——

চাপ। সে মোর দোষ কি হউছন্তি, ম'কে মারিমি, ম'কে মারিমি।

নর। টুনিবাবু! আর একটা আধলা ভ দিচ্ছিনি; গরীবের

ছেলের রঙ্গাই নাচ্ কেন্? ছুট্! ছুট্! চোবে বার ক'রে দিয়ে ঘরে চাবী দে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(টুনের বাড়ীর অন্দর মহলের উঠান।)

(বেলতলা।)

রেবতী।

রেবতী। (বেলগাছে ঝাটা মারিতে মারিতে) উঁ হুঁ! উঁ হুঁ! আমার সঙ্গে, আমার সঙ্গে? আমার সামনে মুখ তুলে কথা কয় এমন কোন হারামজাদী আঁটকুড়ীর ব্যাটা বেটী আছে? (আঙুল মট্‌কিয়া আকাশ পানে মুখ করিয়া) ওরে পাড়ার আটগতর খাগীর ব্যাটা বেটীরা, তোরা মর না, ছেলের মাথা খা না, (খ্যাংরা লইয়া তেড়ে যাইয়া) ওরে আঁটকুড়ির ছেলে মশা! আমার সাম্‌নে পোঁ পোঁ ক'রে ঝগড়া করতে এসেছ? (নিজের মুখে খ্যাংরা মারণ) ওরে আবাগের বেটী মাছী; পো জাগাচ্ছে না! ছার-পোকা খাগীর ছেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও পাড়ার লোকের মুখে খ্যাংরা মারা হয় নাই। এই বোস গিন্নির মুখে খ্যাংরা, এই চাবা বউর মুখে খ্যাংরা, এই পাড়ার লোকের ছেলে পিলে যে যেখানে আছে, তাদের সকলের মুখে খ্যাংরা। ঐ—যাচ্ছে, ঐ—

উড়ে যাচ্চে, ঐ পাখীগুলো উড়ে যাচ্চে। আ—মল। ঐ আঁট-গতর খাগীর গাছের পাতাগুলো নড়ে নড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া কত্তে আসছে। ওরে বেটা হাওয়া তোকে ঝাটা মারি।

(বষ্টমঝির প্রবেশ)

ঝি। এই নাও গো, বাবুর ছেরাদ্দর বাজার নাও।

রেবতী। (থ্যাংরা লইয়া তেড়ে যাইয়া) ওলো হারামজাদী, গতরখাগী পাড়াগেয়ে পেত্নী; তোর তেলোক কাটা ভাতারের মাথা খাই। ছেরাদ্দ কিরে হারামজাদী। পায়ে গোবর মেখে বেটীর মুখে কঁ্যাৎ কঁ্যাৎ করে লাথী মারি।

ঝি। ওকিগো! ওকিগো! তোমার ছেলের মাথা খাই; গাল দিচ্ছ কেন? ওমা! কোথাকার সহরের ভূতনী মাগীগো যে চাকর বাকরকে গাল দেয়।

রেবতী। বলি, ওরে এক পয়সার বাইশ ছুচ মুখী, দেরী হ'লো কেনরে হারাম জাদী।

ঝি। তোর মুখ পোড়া মিন্‌সে যে, মুদীর পায়েধ'রে কাঁদছিলো, ধারে যে জিনিস দেয় না, তাই ত দেরী হলো।

রেবতী। নিকাল যাও হারামজাদী, নিকাল যাও! তোর ছেলের কাঁচা মাথা আকের মত চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। তোর ভাতারের পাকা মাথা চাল কড়াই ভাজার মতন চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। নেকাল যাও।

ঝি। আমার মাইনে চুকিয়ে দেনা পাতকো খাগীর বেটী! আমি এখুনি যাচ্ছি।

রেবতী। মাইনে কি লো এঁটুলি বেটী, তোর আবার মাইনে

তোর ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়ে তোকে যে পেট ভাতায় রেখেছি সেই তোর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি। নেকাল যাও বেটী, নেকাল যাও।

ঝি। নেক্‌লাব কিরে? বেটী, নেক্‌লাবকি! আগে তোর ভাতার মিনসের ছেরাদ্দ খাই, তোর ছেলের ছেরাদ্দ খাই, তবে ত নেক্‌লাব, অম্‌নি কি নিক্‌লাব।

(টুনের চিনের বাদাম খাইতে খাইতে প্রবেশ)

রেবতী। মার, আগে এই মুখ পোড়ার মুখে মার।

ঝি। বাবু মাইনে দাও। আর ঐ বেটীকে তাড়াও।

টুনে। আগে রায় বাহাদুর হই, ওঁকেও তাড়াব, তোকেও তাড়াব।

ঝি। তবে এখনি গাল্ ধরি।

টুনে। গাল না খেলে কি বড়লোক হওয়া যায় বেটী?

ঝি। তবে আদালত করিগে।

টুনে। সোজা রাস্তা আছে। নালিশ করগে। ট্রামভাড়া দরকার হয় পাঁচ পয়সার চেক দিচ্ছি, বেঙ্গল-ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে নিগে যা।

(শিবের প্রবেশ)

শিবে। ল-বাবু। ন্যাকা বেটীকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেও।

ঝি। কে ঝাটা মারবে। কে ঝাটা মারে? মেয়ে নাতীতে তোর মুখ ভেঙ্গে দোব না এখুনি?

শিবে। এন্‌কু। এন্‌কু। এন্‌কু॥

রেবতী। খ্যাংরা খাগীর ব্যাটী। শিবে! ডাক্‌তো হ্যাংটাকে, পেঁচোকে, বেঁটেকে, মাগীর মুখে ছাই পুরে বিদেয় করে দিক্।

ঝি। (হাঁটুগেড়ে আঙ্গুল মট্‌কাইয়া) তোর হ্যাংটার মাথা খাই; তোর ভাতারের মাথা খাই; তোর ভিটেতে ঘুঘু চরাই। এই খ্যাংরা নিয়ে রাস্তায় চল্লুম, বাড়ী থেকে বেরুবি কি খেংরে বিষ ঝেড়ে দেব।

[প্রস্থান।

রেবতী। শিবে! মুখপোড়া মিনসের পা ভেঙ্গে ফেলে রেখে দে।

টুনে। আহা! আমার সোনার সংসার। পরিবারটী যেমন স্থীরা, ঝিটী তেমনী ধীরা, চাকরটী তেমনী বর্ব্বরা, মুরুব্বীগুলি জোচ্চোরা, আর আমিও কজনের জ্বালায় জ্বর জ্বরা হয়ে, মদিরা পানে চুর চুরা।

শিবে। ল-বৌদি। লাও গে। ল-বাবু! শিগ্‌গির, শিগ্‌গির খেয়ে লাও। আমিও দু পয়সার দই খেয়ে লি।

[টুনে ও রেবতীর প্রস্থান।

(ময়রাণীর প্রীবেশ)

ময়। গীত।

বাগ বাজারে বাড়ী আমার নামটী মণি ময়রাণী।
মুড়কী মেখে মিনসে আমার কিনে দিলে চৌদানী॥
মিনসে ফোকলা দাঁতে বলে হেসে ও আমার হাবী,
(তোরে) গড়িয়ে দেব চার গাছা মল নাকে দেব নাক চাবী
তোরে রাখবো ক'রে পটের ছবি টিপে দেব পাছুখানি॥

শিবে। ময়রা মাসী। মাইরী বলছি আমি উপসী। কাল-কের বাসী টাসী কিছু আছে? ধার দিবি।

ময়। আমার যে সব টাট্‌কা খাবার ধন, বাসী কোথা পাব? কেবল কালকার বাসী চন্দ্রপুলী আছে, খাবী?

শিবে। শিঙ্গেড়া, ফিঙ্গেড়া, নোন্‌তা ফোনডা কিছু নেই? কেবল মিষ্টি? বলি চল্লি যে।—

ময়। স্কুলের দিকে যাচ্চি।

গীত।

আমায় ময়রা মাসী বলে যত স্কুলের ছেলে।
(আমার) খাবার খেয়ে পয়সা দেয়গো বেঁধে আঁচলে॥
উঠ্‌নো চাইলে মেছের ছেলে
বলি, ধার দেবনা যাদুমণি॥

(টুনের ছেলেগণের প্রবেশ)

ছেলে। —গীত।

বলি ও ময়রা মাসী, বলি ও ময়রা মাসী।
(তুই) তেলক কেটে, চেপটা নাকে দাঁতে দিস চিস্‌ মিসী॥
নাবা না তোর খাবার চেড়া,
ঠোঙ্গা ভরে দে সিঙ্গাড়া,
আছে কি তোর মাখন মোড়া আমরা বড় ভালবাসি॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চৌরঙ্গি রোড।

Tramcar in motion.

(কতিপয় ছোকরার পুস্তক হস্তে প্রবেশ)

১ম ছোকরা। বাবু! যমের বাড়ী যাবার বই, এক এক পয়সা। গোদা বউয়ের কাল বর, এক এক পয়সা। লম্ফ ঝম্ফর ভূমি কম্প, মূল্য অল্প সল্প, যে পড়বে সে দিয়ে লম্ফ বাজাবে জগঝম্ফ।

২য় ছো। মাদ্রাজ কা ধুপ, মক্কাকা ধুনা, বিলাত কা আমচুর, সস্তামে যাতা হ্যা

হবু-ক। মোসাই ভে. আছে, আমি তাঁতি বলে কেউ ভোট দিচ্ছেনা মশাই ?

১ম ব্যক্তি। ওরে শালা তাঁতী তাঁত বুন্‌গে যা ; শালা আবার ভোট নিয়ে হাত তোলা কমিসনার হবে। দূর! দূর!!

(টুনেকে বদ্দিনাথের এঁড়ে সাজাইয়া জ্যাঠা যেদো ও শিবের প্রবেশ)

গীত।

সাজিয়ে এনেছি আমি ডুপেয়ে বদ্দিনাথের এঁড়ে।
এর নাই একতা, কেবল বক্তৃতা, সকল কাজে ঘাড় নাড়ে॥

কথায় কথায় চাঁদা চায় কথায় কথায় মিটিং লাগায়,
আজব গুজব হুজুকেতে আগে থেকে সিং নাড়ে
টাইটেল নেবে বলে গলাতে চাঁদার থ'লে,
ল্যাজ নাইকো ল্যাজের গুমোর, নাম রেখেছি তাই বেঁড়ে

ওগো বাবু মশইরা! এই থলেতে কিছু দেবেন; ইনি আম দের আত্মীয়, নাম টুনি বাবু—হবু রায়-বাহাদুর।

১ম লোক। বদ্দিনাথের এঁড়ে-বাবুটী কে?

শিবে। আমাদের ল-বাবু গো, ল-বাবু।

১ম লোক। টুনে! টুনে; ও! সেই ফাজিলটা। তা ওর বেশ কেন? গরীবের ছেলের এ রোগ কেন?

টুনে। মশাই! মনে নাই, যেমন নাইতে গেলে গামছা চা বিবাহ কত্তে গেলে ক'নে চাই, ছেলে হ'লে যেমন রাপস্ত খাও চাই; মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে যেমন জামাইয়ের দরওয়ান হও চাই, তেমনি সংসারে থাকতে গেলে মান চাই। টাইটেল চাই বিলক্ষণ চাই, নিশ্চয় চাই—চাই।

১ম লোক। ভায়া! নিজের মান নিজের কাছে। আ এই কলকাতা সহরে মানের ভাবনা কি? মান অতি সস্ত একটু লম্বা কোঁচা, পায়ে মোজা, গায়ে একটা ফরসা জামা, স একটা খানসামা থাকলেই বড় মান। মান তোমারও নয়—মা আমারও নয়। মান যায়ও না। মান মানীর। যাও, বা যাও, ভাত খেয়ে নিদ্রা যাও গে; যাও, যাও।

শিবে। ঠিক বাবু! ঠিক! তুমিই ঠিক্ তোমার পায়ের ধুলা দেও

যেদো। টুনি বাবু! বড় বেগতিক। একটী আধলাও ত থলেতে পড়লোনা।

টুনে। শিবে একটু মদ দে। গোরু সেজে বড় কষ্ট হচ্চে।

শিবে। (মদ দেওন)।

যেদো। টুনি ভায়া! আমাদে সেই বুড়ো রসিক নতুন বাবু আসছেন।

টুনে। কই কই?

(নূতন বাবুর প্রবেশ)

টুনে। দাদা মশাই। দাদা মশাই।

নূ-বা। (নিকটে যাইয়া মুখ দেখিয়া) কেরে টুনে? বড় দিনের সং সেজেছিস্ নাকি? চল্ চল্ বাড়ী চল্।

টুনে। দাদা মশাই! বাড়ী? বাড়ী যাব না। ঐ যে দেখ্ছো এস্‌রাজ বিবির বাড়ী, ঐ যে দেখ্ছ জগঝম্প বিবির বাড়ী ঐ যে দেখ্চো ডামস্কাস্ বিবির বাড়ী ঐ বাড়ীতে একটু সিটিং করে মিটিং লাগিয়ে, কিঞ্চিৎ ড্রিঙ্কিং করে পরে গোইং কর্‌বো চলুন। দাদা তোমার প্রেমের Birthday কবে দাদা।

নূ-বা। ঐ যে দেখ্‌ছ গৌর মোহন আড্ডির স্কুল, ঐ বাড়ী থেকে আমার প্রথম প্রেম জন্মায়।

টুনে। দাদা মশাই! তোমার ভালবাসা কতদিন থেকে জন্মেছে?

নূ-বা। ভায়া রিচার্ডসনের আমল থেকে, রিচার্ডসনের আমল থেকে। কিরে টুনে মাতাল হলি?

টুনে। মাতালও হইছি, বাৎও শুন্‌ছি। তবে কি জান?

oh, had I three ears would hear thee দাদা মশাই তুমিত বলেছ Love is blind.

ন্-বা। Ring the alarm bell, blow wind wreck.
At last we will die with herness on our back.

টুনে। দাদা মশাই! বাঙ্গালায় কি সতেজ কবিতা নাই।

"যাও সিন্ধুতীরে ভূধর শিখরে
গগনের তারা তন্ন তন্ন করে
মবা কি জীয়ন্ত আন টিকি ধরে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

(হেমচন্দ্র।)

Arm, Arm, and out.

(Macbeth)

দাদা, অস্ত্রধর, অগ্রসর হও, দুঃখের কথা বল কি দাদা, আমি এই রায় বাহাদুর হবার জন্যে মহাকবি সেক্সপেয়ারের পৌনে তিন খানি ট্রাজিডী পড়েছি, ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো দুই পড়েছি, যা একটু আধটু ভুলে গিয়েছিলুম তা ঝালিয়ে নিয়েছি; প্রায় পৌনে পোন খানা জুইয়াসসিজার নূতন করে পড়েছি; হারাণচন্দ্রের বাঙ্গালা সেক্সপিয়ারও পড়েছি। দাদা, রায় বাহাদুর হব।

শিবে। জেটা বাবু! সর্ব্বনাশ হ'লো। বাবু মাতাল হ'য়ে পড়লো; পয়সা নেই কি করে নিয়ে যাব?

ন্-বা। এক খানা গরুর গাড়ী কি মুটে করে নিয়ে যাও, সস্তায় হবে।

(কতকগুলি কেরাণীর বাঁধ বাঁধ রবে প্রবেশ)

জ্যা-যে। আয়, টেনেকে ফুটপাথে নিয়ে যাই। (সকলের ফুট পাথে উঠান)

(একজন পশুক্লেশ নিবারণী সভার ইন্‌স্পেক্টরের প্রবেশ)

ইন্‌। ঐ! ঐ শালা ছোকরা। গো লেকে কাঁহা ভাগতা হ্যায়? কাঁহা ঘা হ্যায় দেখলাও?

শিবে। গরু কি গো? এ যে আমাদের ল-বাবু? কাকে গরু বলছো? আজ যে ল-বাবু রায় বাহাদুর হবে। ল-বাবু তোমার পায়ে পড়ি ল-বাবু ওঠো। পশু সাহেব! পশু সাহেব! ল-বাবুর নাকে হাত দিয়ে দেখ দেখি নাস হ'লো না কি?

ইন্‌। (টুনের মুখ দেখিয়া) ও বাবা! (লম্ফ প্রদান)

টুনে। কেরে, নেংটে, অঞ্জনা নন্দন হচ্চো কেন বাপ? দু পয়সা দই আনতে পারিস?

যেদো। টুনি বাবু। ভাই গরু সেজে আচ্ছা মাতলামী কচ্চো।

টুনে। আমার দোষ কি বাবা? তোমরাইত সাজিয়েছ।

(ঝোলা লইয়া পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

যেদো। শিবে শালা! বাবুর পা ধর, পা ধর। বল হরি, হরিবোল।

পাহারা। ওঠ শালা ঝোলায় ওঠ। চল পুলিমে।

টুনে। বালিস এনেছ? হাম কিস্‌মে মাথা দেংগা? হাম পুলিসমে যাঙ্গা নেই, লাট সাহেবের হাউসে লে চলো, রায় বাহাদুর হোঙ্গা।

(সকলে ঝোলায় তোলন)

যেদো। বল হরি, হরি বোল।

পাহা। রাম নাম সত্য হ্যায়, রাম নাম সত্য হ্যায়।

টুনে। একটু দোলায়কে দোলায়কে লে যাও।

(স্বাধীন কুমারিগণের প্রবেশ)

স্বা-কু। গীত।

মাছিমারা কেরাণীর মাগ হবো না লো হবো না।
সাজিয়ে গুজিয়ে তোয়াজেতে রাখ্‌তে পারবে না লো
পারবে না।
ফ্যাসান চাই ফার্ষ্ট ক্লাস, বোর্ডিংয়েতে করবো বাস।
রাখ্‌বো পেতে প্রেমের ফাঁস, পড়বে ফাঁদে কত জনা॥
লভার থাকবে সাথে সাথে ছেলাম দেবে হুকুমেতে
থার্টি রুপিজ স্যালারিতে মাগ পোষাণ চলেনা লো চলে না।
কাণ মলা খায় কেরাণীতে হেসে বাঁচি না লো বাঁচি না।

কেরাণী। (স্বাধিনা কুমারীদিগের প্রতি) আপনারা ট্রাম চড়ে কোথা যাচ্ছেন।

স্বা-কু। আমরা বঙ্গবাসীর যোগেন বাবুর বিজয়া বটিকা আফিসে ফুলেলা কিন্‌তে যাচ্ছি। ফুলেলা না মাখ্‌লে আমাদের মাথা ঠাণ্ডা থাকে না।
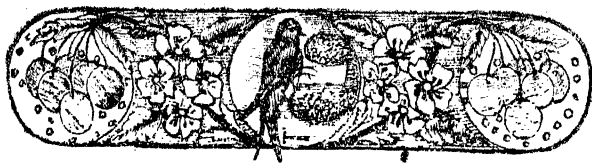
দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লাল দিঘী।

ঝড়িজী দড়িজা পাশী, ছাতুরাম মরিচরাম জহুরী বেগুনী ফুলরী তলাপাত্র ও পেলিং নেলিং তেলাপোকা চারি-কোণে দণ্ডায়মান।

(টেলিকোঁ-কুমার কর্ত্তৃক বিজ্ঞানবলে লালদিঘী মন্থন।)

টুনে ও শিবে।

টে-কু। Mr. বোনাই Mr. বোনাই মাইণ্ডের ভেতর অবশ্য ফায়ার আছে, তা না হ'লে বাঙ্গালা ভাষায় মনাগুণ বলে একটা কথা থাক্‌ত না। আর মনের মধ্যে আগুণ না থাক্‌লে কখন দেহের মধ্যে মেসিন চল্‌ত না। সেই মেসিনে পাইপ সেট্‌ ক'রে মুখে ফুৎকার দিয়ে লালদিঘীর জল উড়িয়ে দেব। যখন জল কমে আস্‌বে। তখন ব্লটিং পেপার, ছাতু, চিড়ে পাউরুটি ফেলে দেব। দিদি নাথ! দিদি নাথ! তুমি ভেব না।

(কতকগুলি রত্নীর উত্থান)

১। তেলাকুচ বিলাসিনী। ২। গাব্ভ্যারেণ্ডা বালা।
৩। এঁচোড় কামিনী। ৪। সাঁকআলু সুন্দরী।
৫। পুদিনা মালা। ৬। মোচা মালিনী।

শিবে। উঠেছে গো, লবাবু উঠেছে।

টুনে। তোমরা কারা।

রত্নী গ। গীত।

ওগো আমরা, ওগো আমরা, ওগো আমরা
ওগো আমরা আমরা আমরা ধরা দেখি যেন সরা।
আমরা কলমের চারা আমরা ঘুরিয়ে নয়ন তারা
আমরা করি আধ মারা॥
আমরা প্রেমিক পেলে যাইগো চলে ভাসিয়ে দিয়ে বজ্‌রা।
আমরা সুখে হাসি সুখে ভাসি আমরা হইগো সুখের পিয়ারা।

টুনে। কই, এযে কেবল বাজে জিনিষ উঠ্‌ছে, ফের মন্থন করি।

(কতিপয় কচি কচি রত্নীর উত্থান)

১। চৌরাঙ্গী চপলা। ২। চেত্‌লা চাতকিনী।
৩। হেতুয়া বিরহিনী। ৪। জোড়াসাঁকো জোছনা।
৫। প্লেগ পাগলিনী। ৬। রায়ট রমণী।

টুনে। তোমরা আবার কারা।

ক-র। গীত।

আমরা সব ছানা ছানা জানানা।
বি এল্ এ প্লে, সি এল্ এ ক্লে পড়ে মোরা বাবা চিনি না॥

আমরা এই রত্নীকটী যেন হলওয়ের বটী
তালতলার চটীর চেয়ে উঁচু এক কাটী।
বিয়ে ক'রে ফুট্ ফুটে বর করব কত কারখানা।
জল ব'লে খাই চিনির পানা সোজা পথে চলি না॥

টুনে। ছানা ছানা বেটীদের পরিচয় নিতে হ'চ্ছে, বলি, ওগো শিশুশিক্ষা সুন্দরীরা তোমাদের বাপ্ মা আছে ত? (এক-জনের প্রতি) তোমার নাম কি?

১ম-র। আমি, আমি সাহেব শিবুর মেয়ে, আমার নাম চৌরঙ্গী চপলা!

টুনে। বাঃ বাঃ বেটী খুব ধড়িবাজ। (দ্বিতীয়ার প্রতি) আচ্ছা বাছা! তোমার পরিচয়।

২য়া-র। ওহো আমার পরিচয়? আমি প্রেমিকা লভুলী লিলির ভাইঝি, চেতলা চাতকিনী।

টুনে। বেশ, বেশ। বেটীরা সব এঁচোড়ে পাকা দেখ্‌ছি। (তৃতীয়ার প্রতি) বাছা তুমি?

৩য়া-র। আমি আমি ঐ বরানগরের রেলীর গুদমের চাঁপা সর্দ্দারনীর বোনঝি, নাম হেত্য়া বিরহিনী।

টুনে। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা বর্ণপরিচয় সুন্দরী। (চতুর্থের প্রতি) বাছা তোমার পরিচয়?

৪র্থ-র। আমি বাগবাজার নেবুবাগানের বদে গোবস্থির নাত্নী নাম জোড়াসাঁকো জোছনা।

টুনে। এ বেটী মারবে দেখছি, (পঞ্চমের প্রতি) তোমার?

প-র। আমি—ওহো আমি—ওহো আমি? আমি, আমি,

আমি, শ্রীমতি পদ্মাধাত্রী পানওয়ালীর জুবিলী সইয়ের বোনঝি, কুষ্ট উকীলের হবু শালী, নাম প্লেগ পাগলিনী।

টুনে। বাবা! শিশুশিক্ষা বেটীরা আমার জ্ঞান জন্মে দিলে। আর একটী বাকী থাকে কেন, দুর্গা নাম ক'রে এরও পরিচয়টা জেনে ফেলী। ওগো বাছা তোমার?

ষষ্ঠ র। আমি? আমি পিতম্বর পুরোহিতের পালিত কন্যা হাবড়া ব্রিজ সম্পাদকের পত্নী-ভগ্নি, শ্রীমতি ভূমিকম্প সুন্দরীর হবু বউ। নাম রায়ট-রমণী।

টুনে। শিবে আয় ফের মন্থন করি।

(এক কাঁদি রম্ভা ও কতকগুলি লেজ সম্বলিত
টাইটেল বৃক্ষ উত্থান।)

শিবে! শিবে। এ যে লেজ রে! খালি লেজ রে? আবার পাকা রম্ভা যে রে। টাইটেল কই, টাইটেল কই।

গাব-সু। টুনীবাবু। টাইটেল কি তোমার মত লোকে পায়? ইংরেজ রাজ কি যাকে তাকে টাইটেল দেন। যাঁদের দেন তাঁরা কত মহৎ লোক। তুমি যেমন দরের লোক তোমার তেমনি টাইটেল হয়েছে, নাও; টুনিবাবু লেজটী নাও। লেজ নিলে তোমার লাভ আছে।

শিবে। ল্যাওশ্ ল্যাও বাবু ল্যাজটী লাও ল্যাজেতে তোমার ম্যাডেল ঝুলিয়ে দেব।

গাব-সু। যখন বাড়ীতে মাতাল হয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকবে নড়ন চড়ন থাকবে না। শিবনেত্র হয়ে থাকবে, মুখে বাক্যি সরবে না হাত পা নড়বে না, মুখে মাছি ভ্যান ভ্যান

করবে, তখন লেজটী আপনার মহা উপকারে আসিবে। ল্যাজটী তখন এদিক ওদিক নড়ে চড়ে মুখের মাছি গুলিকে তাড়াবে।

শিরে। ল্যাজ নিলে আমাকে আর বাতাস কত্তে হবে না ল-বাবু।

গাব-স্থ। ফাও হিসাবে ঐ কলার কাঁদিটী নাও, যারা তোমাকে টাইটেল দেব ব'লে চেষ্টা কচ্ছিল সেই খুসামুদে বাবু-দের ঐ কাঁদিটা দিও। সমুদ্র-মন্থনে যেমন অমৃতের ভাগ দেবলোকে পেয়ে ছিলেন তেমনী টাইটেল যা উঠেছে তাহা মহাশয় ব্যক্তিরা পেয়েছেন। এ গাছে যে টাইটেল আছে তাহা তোমার মত লোকে পাবে।

সকলে। গীত।

টুনে উঠেছে টাইটেল গাছ নয় পচা মাছ।
এ ক্ষীরের ছাঁচ যে সে লোকে পায় না।
এ গাছের অনর আছে, নয়কো মিছে,
গেলে কাছে যারে তারে সয়না॥
হীরের পোকা হীরে খায়, মানী লোকে মান পায়
বড় লোকে আপনি পায় চাইতে তাদের হয় না।
বামন হ'য়ে চাঁদ ধর্‌তে করিস নারে বায়না॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

টুনের অন্দর মহল।

(টুনের বৃদ্ধা মাতার শিবপূজার উদ্যোগ)

মালঞ্চ। ঠাকুর মা তুমি কি ক'চ্ছ? তুমি নির্জ্জনে চুপ ক'রে ব'সে কেন? তোমাকে কি সয়তানে পেয়েছে? এস, আমার কাছে এস! তোমাকে আজ উপাসনা শিখাব।

ঠা-মা। তোর ভাতার হ'লে তাকে নিয়ে উপাসনা করিস্। আমি পূজা কচ্ছি বকাস্‌নি।

মালঞ্চ। ঠাকুর মা, ঠাকুর মা! তুমি স্বর্গস্থ পিতার সহিত প্রেম কর, তিনি তোমাকে পরিত্রাণ করবেন।

ঠা-মা। টুনের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, মেয়ে গুলকে স্কুলে দিয়েছে। এরি মধ্যে এই, বড় হলে দেখ্‌ছি, বাড়ীতে টেকা দায় হবে। যা, যা পড়্‌গে যা।

মালঞ্চ। ঠাকুর মা, ঠাকুর মা, তুমি বৃদ্ধা তোমার কবরের সময় হয়েছে, সয়তান তোমার সিওরে। আজ আমাদের স্কুলবাড়ী দিদি আস্‌বে চল। দাও পুতুল ফেলে দাও। (পুতুল ফেলিয়া দেওন।)

ঠা-মা। আরে, আরে করিস্ কি? দীননাথ রক্ষা কর। মেয়েটার অপরাধ নিওনা। টুনে, টুনে! স্কুল তুলে দে।

মাল। তুমি চল, স্কুলে চল। আজ উপাসনা হবে।

তৃতীয় দৃশ্য।

টুনের বাড়ীর কক্ষ।

মেয়ে—মজলিস্।

(নিয়ে মাছুরে বোস্ গিন্নি, মিত্তির বউ, নেউগী পত্নী,
বামন ঝিউরী ইত্যাদি উপবিষ্ট।)

জেলা। তোমরা বোধোদয় পড়েছ?

সক। হুঁ পড়েছি।

জেলা। তাতে লেখা আছে জান, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।"

সক। হ্যাঁ তিনি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।

জেলা। পুতুলের প্রাণ নেই জান?

সক। আগে জানতুম না, এখন তোমার উপদেশে জানি পুতুলের প্রাণ নেই।

জেলা। পুতুল পূজ আর করবে?

সক। না, আর পুতুল পূজা কর্‌ব না।

জেলা। মাখন চোর নামে তোমাদের এক ঠাকুর আছে জান।

সক। হুঁ, জানি।

জেলা। সেই Stupid অশ্লীল চোর দেবতাটাকে ভুলে যাও। Fie চুরি ক'রে খায়।

সকলে। হুঁ জানি।

রেবতী। আর তিনি যে ক'ড়ে আঙ্গুলে গোবর্দ্ধণ ধারণ করেছিলেন!

জেলা। ওটী ভুল। রেবতী! তোমার এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মায় নাই। তুমি কেবল শুনে যাও।

রেবতী। গুরুদিদি! আমি খেংরা গাছটা আনি।

জেলা। খেংরা কি হবে? তোমার চোর দেবতাটাকে মারবে?

রেবতী। না, এত লোক আমি একদিনও সাম্নে পাই নাই আজ মনের সাধে ঘা কতক খেংরা সকলকে ছপা ছপ্ লাগাব।

জেলা। রেবতী! বিভু তোমার ক্রোধকে শীঘ্রই বিষের আপেল খাওয়াবেন, তোমরা সকলে আর স্বামী পুত্র চাও, না কাকে চাও?

সক। গুরুদিদি, কেবল তোমাকে চাই, তোমাকে চাই।

জেলা। তোমরা ঠাকুর দেবতা চাও না, স্বামী পুত্র চাও না, আমাকে চাও কেন?

সকলে। আমাদের যে পড়ে শুনে জ্ঞান জন্মেছে।

জেলা। হিঁদুয়ানীটে তবে কিছুই নয়।

সকলে। কিছু নয়, কিছু নয়, কেবল ভক্তি কর কেবল পূজ কর, আর টিপ্ টিপ্ মাটীতে প্রণাম কর।

জেলা। তোমরা তবে স্বেচ্ছায়, খোব মেজাজে, বাহাল তবিয়তে, হিঁদুয়ানী ছাড়্লে? আমাকে ধর্লে?

সক। হ্যাঁ হ্যাঁ, উচ্চৈঃস্বরে বল্ছি—হ্যাঁ হ্যাঁ।

জেলা। তোমরা কিজন্য আজ মেল্ ড্রেসে এখানে এসেছ?

রেব। আমরা যে লেখা পড়া শিখ্লুম, আমরা দেশ বিদেশের

এত ইতিহাস পড়লুম, মিঃ সেনের নূতন পুস্তক ভূ-প্রদক্ষিণ পড়লুম, এত নভেল পড়লুম, তাতে আমাদের সখ হয় না? জানেন, সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। আজ আমরা হিঁদুয়ানী ছেড়ে, স্বামীর মুখে ছাই দিয়ে, তোমার সঙ্গে জুবাগানে বেড়াতে যাব। তাই পুরুষ বেশে এসেছি।

জেলা। আচ্ছা বেশ, আমি দাঁড়ালেই তোমরা হাততালি দেবে।

(দণ্ডায়মান)

সকলে। (হাততালি দেওন।)

জেলাসী। আজ X' Mas দিন, বাঙ্গালায় বড় দিন বলে। এই দিনে সুন্দর বনের এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের গহ্বরে, আমার জন্ম হয়, এ কথা হণ্টারের ষ্ট্যাটিষ্টিকেল রিপোর্টের টেন্‌থ্ ভলিউমের একশ এগার পেজের ফুট নোটে আছে। আমার জন্মদিনে তোমারা যে কুরুচি কর হিন্দুকুলে কালি দিয়ে, স্বামী পুত্র ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছ, ও বাগানে রোইং কর্‌তে যাবে, সেইজন্য তোমাদের নাম ও সুযশ আফ্রিকার মরুভুমের বালুকা রাশিতে, আট্‌লাণ্টিক ওসানের বিচি মালায়, চীনের অত্যুচ্চ দেয়ালে, তাতারের তালগাছে, বড় বড় ঊনপঞ্চাশ ইঞ্চ্ ইলেক্‌ট্রিক্ অক্ষরে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বল্‌তে থাক্‌বে। দাও, দাও, করতালি দাও। আমার বলা শেষ হয়েছে, করতালি দাও। বল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

সক। (করতালি ও ধন্যবাদ প্রদান।)

রেব। আমার থেংরাও নামের উপর ছপাছপ্ পড়্‌বে।

(বেগে গুপ্তীপাড়া সুন্দরীর প্রবেশ)

গু-সু। গুরুদিদি, গুরুদিদি! আর আমার ভয় নেই,

তোমার কৃপায় তোমার উপদেশে, আজ আমরা স্বাধীন অপেক্ষা স্বাধীন হলেম। বাঙ্গালী কুলকলঙ্ক, বেয়াদব, স্বার্থপর, বাঁদর, মুখ পোড়া পুরুষগুলো নিজের সুখের জন্যে কাছাদিয়া কোঁচা করিয়া কাপড় পরিয়া থাকেন, আর আমাদিগকে অবলা সরলা পেয়ে, মান্দাতার আমলের পূর্ব্ব প্রচলিত সাংঘাতিক অশ্লীল সাড়ী নামধারী প্রমাণ প্রকাণ্ড পাল্‌বৎ বস্ত্র পরিতে অনুমতি দেন।— শুধু তাই নয়, আবার সেই বেপ্যাটেণ্ট বিভীষিকা বিট্‌কেল বস্ত্রে একটী দিগ্‌গজ ঘোম্‌টা নামক জন্তু ঝুলাইয়া দিতে বলেন, ধিক্ আমাদিগকে, আমরা ছোট ছোট কাপড়ে ফিট্‌ফাট হইয়া হাতে ছড়ি বুকে ঘড়ি, মাথে টেরি কাটিলে বেয়াদব ভূতেদের, বিট্‌কেল বাঁদরদের বুকে বাজ পড়ে। তাইবলি, হে বেয়াদব বাঁদর বৃন্দ! আমাদের যদি সুখে না রাখ্‌তে পারবে তবে আফিং আছে, কিনে খাও, দড়ি আছে গলায় দাও, আগুণআছে পুড়ে মর, ছুরী আছে বুকে মার, পাত্‌কো আছে ডুবে মর জানত, যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তখন অবশ্য মৃত্যু গ্রহণ করিতে হইবে; তবে তোমরা আগে মর। আমরা সুখের পায়রা হইয়া উড়ে বেড়াই।

(সকলের করতালি)

জেলা। তুমিই হিন্দু কুলের আদর্শ রমণী।

(টুনে ও শিবের প্রবেশ)

রেব। Hallo টুনী বাবু। Shake hand করি এস। How do You do।

শিবে। ল-বাবু। এযে ল-বউদিদি গো, ল বউদিদি। তুমি যে বেড়ে কলেজের বখাটে ছেলে সেজেছ, হাডু ডুডু খেল্‌তে যাবেকি, বল্‌ছিলে।

টুনে। (স্বগত) লেখাপড়া শিখিয়েত মহা বিভ্রাট করেছি, আমার বাড়ীতে ব'সে আমার কুলে কালি দিচ্ছে। (প্রকাশ্যে) বাঃ, বাঃ, এই যে বোস্‌গিন্নী এই যে মক্কা নাথের মেয়ে, এই যে ঘুঘু মিত্রের বউ। শিবে! শিবে! ঐ ঘর থেকে আঁস্‌বঁটী খানা আন্‌ত? সব নাক কাণ কেটে গঙ্গা পার ক'রে দি—নিয়ে আয়।

রেব। টুনী বাবু! স্থিরোভব, আগে নিজের নাক কাণ কাট, তারপর আমাদের কেটো। গুরুদিদি! পৃথিবীর পতিকে ভজাও।

টুনে। শিবে! বলে কিরে শিবে? সব হামারা বাড়ীসে নিকাল দেও। আবি নিকাল দেও। হামারা বহুত রাগ হুয়া হ্যায়। দেও, দেও, আবি তাড়ায়কে দেও, তব্ হামারা রাগ মিট্ যাগা।

শিবে। জয় জগন্নাথ, জয় মা কালী, বাবা তারকেশ্বরের পায়ে শিব লাগে।

রেব। বলি স্বামী মশাই। অত বেশী রাগারাগি কর্‌তা হ্যায় কাহে? না জেনে খেয়েছ কচু, এখন তেঁতুল কোথা পাবে। আমরা কি লেখাপড়া শিখ্‌তে চেয়ে ছিলুম—না তোমরা শিখিয়েছ, আমরা কি রান্না বান্না ছাড়্‌তে চেয়ে ছিলুম—না তোমরা বামনী রেখে ছাড়িয়েছ; আমরা কি গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতে চেয়ে ছিলুম—না তোমরা জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছিলে; আমরা কি বিদেশী পর পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়ে ছিলুম—না তোমরা সোহাগ করিয়া আলাপ করে দিয়েছ। তোমরা গাধা অপেক্ষা হীন। তোমরা আরসলা অপেক্ষা দুর্ব্বল, তোমরা কেন্নো অপেক্ষা ঘৃণ্য, তোমাদের দেহে যদি কিছু মাত্র হিন্দুর রক্ত থাকিত, তাহা

হইলে কি আমরা এতটা করিতে পারি—না, আজ পুরুষ বেশে জুবাগানে রোইং পার্টিতে যেতে পারি। যাও, দালান ভাড়া দাওগে। সামান্য টাইটেল পাবার জন্যে কোথা না সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছ। যাও, তুমি টাইটেল আনগে, আমরা জুবাগানে বেড়িয়ে আসি।

শিব। ল-বাবু। ল-বাবু। ল-বৌদিদি ত ঠিক বল্‌ছে। মাইরি ল-বাবু ঐ দুঃখেই আমি বিয়ে কর্‌লুম না। এন্‌কু! এন্‌কু! এন্‌কু! ল-বউ দিদি এন্‌কু!!

টুনে। (স্বগত) দোষ আমাদের সম্পূর্ণ তার আর ভুল নেই, (প্রকাশ্যে) বলি ও পরিবার মহাশয়। ও স্ত্রীরত্ন বাহাদুর। বলি ও অর্দ্ধাঙ্গিনী খাঁ বাহাদুর। ঘাট হয়েছে, ফিরে চল।

রেব। তুমি টাইটেল আনগে, আমরা ফির্‌ছি না।

সকলে। গীত।

আর কে মোদের পায় যখন বেরিয়েছি রাস্তায়।
আলোয় এসে হলো ভাল আঁধারেতে ছিল দায়॥
মিষ্টি কথায় বল্লে মুখপুড়ী
(তাকে) খুলে দি বুকের ঘড়ী কর্‌ব ভালবাসার ছড়াছড়ি,
মাত্‌ব মিষ্টী ভালবাসায়,
হয়েছি হিঁদুকুলের চখের বালাই হিন্দুয়ানী ছেড়েছি তাই,
ক'সে ব'সে মিটিং লাগাই চোখরাঙ্গাই তাই ভাতার গাধায়,
এখন সখের হাটে সখের মাঠে সখ ক'রে সব বেড়াই আয়॥

চতুর্থ দৃশ্য।

টুনের বাটীর ঠাকুর দালান।

মেয়ে স্কুল।

লভ্লী লিলি, চেরিলী, মেরিলী, সুইট ব্রায়ার, মেরী প্রাইস।

লভলী ... ... বিন্দে

চেরিলী ... ... সুন্দর

মেরিলী ... ... মালিনী

বিন্দে। ঠিক্ টাইম হয়েছে, শিগ্‌গির ক'রে নে ভাই, আবার মাষ্টার বাবু আস্‌বে, আজ বড়দিন ভূগোল সুরু হবে।

চপ। Yes, কেমন ড্রেস গুলি ঝিকে দিয়ে ভাড়া ক'রে নিয়ে এসেছি।

বিন্দে। বেড়ে ড্রেস্ ভাই, মাসীমা ভাই, এই রকম ড্রেস প'রে সার্কাস দেখ্‌তে যায়।তবে আরম্ভ করি এস, লেট করা হবে না; হুইসল দি।

বিম। হুইসল কি?

বিন্দে। এই যে আমার গলায় ঝুল্‌ছে, দি ভাই তবে হুইসল্ দি।

বিম। দাও।

বিন্দে। (হুইসল্ দেওন) এম্‌টার আছে ত।

চপলা। হুঁ, প্রম্‌টার যে আমাদের কাকীমার মেয়ে ফুলেলা। তবে যেনো ভাই এই দালানটা বর্দ্ধমান।

বিন্তে। আর মালঞ্চ ?

চপলা। মালঞ্চ ঐ মালীর ঘরের পাশে, মালীকে ভাই চার্‌টে পয়সা দিয়ে এসেছি, কাকেও আস্‌তে দেবে না।

সরলা। বকুলতলা কোন্‌টা ভাই।

বিন্তে। কেন ঐযে চৌবাচ্ছার ধারে কুম্‌ড় মাছার কাছে।

চপলা। সুড়ঙ্গ ?

বিন্তে। ড্রেনের পিট থেকে দালান পর্য্যন্ত।

চাপ। সুড়ঙ্গ কে সাজ্‌বে ভাই ?

বিন্তে। ও ভাই শোন, শোন, এ বল্‌ছে সুড়ঙ্গ কে সাজ্‌বে ; সুড়ঙ্গ সাজ্‌বে আমাদের স্কুলের ঝি। বুঝ্‌লি ?

বিমলা। তবে এ্যাক্ট আরম্ভ করি এস।

বিন্তে। দেখ্‌ ভাই, এটা আমাদের Opening night খুব Carefully play কর্‌তে হবে।

বিমলা। মানসিংহের বাঙ্গালা দেশে আগমন থেকে সুরু করা যাক্‌।

বিন্তে। ওখান থেকে কেন লো ? অতটা কি আমরা পারব ? এখনি বাবা এসে পড়বে।

চপলা। তবে কোথা থেকে হবে ?

বিন্তে। বকুলতলা থেকে সুরু কোরে সুড়ঙ্গ পর্য্যন্ত।

চপলা। আচ্ছা তাই বেশ।

বিন্তে। তবে আমি বিন্তে।

সকলে। হাঁ, হাঁ, আমরা সকলে হাত তুলে বল্‌ছি, তুমি বিন্তে।

বিদ্যে। তবে আমি চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে ব'সে একটু মূর্চ্ছা যাই তোরা গান ধর্।

সখিগণ। —গীত।

ওলো ওঠ্লো ধনী বিনোদিনী বিদ্যে রূপসী।
বিনিয়ে দেবে বিনোদ বেণী এসে লো তোর নাগরশশী॥
আকুল হয়ে বকুল তলে বকুল ফুলের মালা গলে,
বিভোর হ'য়ে পড়ে ঢ'লে পর্‌বে লো তোর প্রেমের ফাঁসি।
বলে, বিদ্যে বলে বিদ্যে জিনে বিদ্যেয় কর্‌বে সেবাদাসী॥

চপলা। দেখিনি এমন শুনিনি কখন
তোর লো যেমন পণ
এ সাহস কার, কোন অবলার,
কে কথে করে এমন।

বিমলা। একটু আস্তে বিরহ কর ভাই, কেউ যদি এসে পড়ে, তা হলেই মুস্কিল, আমার ভাই ক্ষিদে পাচ্ছে, খেয়ে আসিনি।

সরলা। এল কতজন, রাজার নন্দন,
কেঁদে ফিরে গেল সবে।
দয়া মায়াহীন তুই লো কঠিন
লোকে শুনে কিবা কথে।

বিমলা। কইলো, কেউ ত আসেনি ভাই, কেউ ত কাঁদেনি, আমার মা বেটী যে দুষ্ট, যদি শোনে বিদ্যে-সুন্দর প্লে কর্‌ছে, বেটী আমায় ঝাঁটা পেটা কর্‌বে। শিগ্‌গির শিগ্‌গির নে ভাই। আচ্ছা ভাই কল্লুম বা বিদ্যে সুন্দর প্লে, আমরা ত আর ভালবাসা টাসা করিনি।

বিন্ধে। (চেয়ার হইতে একটু উঠিয়া)

উঃ! প্রাণ যে যায়, নাথের অদর্শনে প্রাণ যে কেমন ক'চ্ছে, আমি যে আর বাঁচিনে, আমার অঙ্গ যে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে (চেয়ার হইতে উঠিয়া) আমি যাব, যাব, নাথের কাছে যাব।

গীত।

আমি যাব বকুল তলায়।
তা না হ'লে তাকে আমার আট্‌কে রাখা হবে দায়॥
ওলো পাই যদি তারে, ছাই মাখি তার তরে,
বলি তার গলা ধ'রে দিব তারে সে যা চায়।
পায়ে ঠেলে চ'লে গেলে তবু ত তার ধর্‌বো লো পায়॥

বিমলা। তোমায় ভাই অনেক পায়ে ধর্‌তে হবে। তুমি ভাই ভারী একগুঁয়ে, ছিঁচ্ কাঁদুনে, একদিন আস্‌তে একটু দেরী হয়েছে, আর অমনি ভেউ ভেউ কান্না। মেছে ত বেশ একলা থাকিস্, কাঁদিস্ না।

চপলা। সখি! অধীর হয়ো না।

ক'রেছিলি ভাল পণ, পণে গেল যে যৌবন।
ক'রে পণ বিসর্জ্জন, ওলো বাঁচালো জীবন।

বিমলা। ঐ মালিনী আস্‌ছে। বিন্ধে বিন্ধে, একটু আড়াল হ'য়ে থাকিস্, বেটী বুড়ী হ'তে গেল, এখনও ঢং টুকু গেল না। আজ ক'সে দু-কথা শুনিয়ে দেব। বেটী জানে তোমার সঙ্গে তাঁর কেবল একদিন মাত্র সেই রথতলায় দেখা।

(গাইতে গাইতে মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী। গীত।

নাত্নী আমায় পাঁচ ভূতেতে খেলে;
তা নইলে কি সাঁজ সকালে মাসী বল্লে যাইগো ভুলে।
ছেলে মানুষ ছিলুম যখন, ভূতের ভয় ছিল না তখন,
জ্যান্ত ভূতে জল ঢেলে হায় শুক্নো গাছে ফুল ফোটালে।
কোথাকার এক বন্‌পো এসে, কথা কয় সে মুচ্‌কি হেসে,
বকুল তলায় ব'সে শেষে ঘরে এসে বাসা নিলে।

বিম্বে।

হ'স্ বুড়া যত, ঠাট্ বাড়ে তত,
বাহার বাড়িছে বেশ।
ওরে কালামুখী, হও যেন খুকী,
পাকিল মাথার কেশ॥
হ'লো এত বেলা, মোর কাজে হেলা,
শেখাব মায়েরে ক'য়ে।
বোন্‌পো বলিয়া, পিরিতি করিয়া,
থাকিস্ নাগর লয়ে॥

বিমলা। তোর ভাই ভারী আব্দার, একদিন না এলে, একে ডাক, ওকে ডাক, তাকে ডাক, শেষে নিজে কোকিল ডাকৃতে আরম্ভ করিস্।

মালিনী।

দাসী আমি আমাপ্রতি কেন এত রোষ।
ক্ষমা কর রাজবালা হইয়াছে দোষ॥

গাঁথিতে চিকণ মালা হলো এত বেলা।
পারি কি তোমার কাজে করিবারে হেলা॥
হইয়াছি বুড়া আর নাইলো যৌবন।
কি দেখে নাতিনী, বঁধু আসিবে এখন ?

বিমলা। আর কাঁদ্‌তে হবে না, অনুগ্রহ ক'রে একটু আস্তে আস্তে কাঁদুন, এখনি মাসীমা এসে পড়্‌বে তখনি বিদ্যে বেরিয়ে যাবে।

বিদ্যে। নাহি আর রোষ মম ভুলিনু সকল।
অবলা বধিতে আয়ি পাতিয়াছ কল॥

মালিনী। কল আমি পেতেছি ? না তুমি পেতেছ ? তোমার কলের বিষম কৌশল, এতে ছল চাতুরী খাটে না।

বিমলা। আহা ! তুমি কিছু বোঝ না। বোঝ কেবল ছলটী আর কৌশলটী ; আর রাত জাগাটী, রাত জাগ্‌লে বুঝি সকাল সকাল ফুল যোগান যায় ?

মালিনী। গীত।

হায় হায় আমি বুঝ্‌তে না পারি।
বোন্‌পো আমার রেতের বেলায় করে কি চাতুরী।
হোম কুণ্ডে আহুতি দিয়ে, সুখে থাকে শুকে নিয়ে,
কি সুখেতে বুক বেঁধেছে ওলো যাই বলি হারী।
নাগর কি আর আছে এখন, ছিল যখন ছিল তখন,
সে পড়ে কি পড়ায় শুকে বুঝ্‌তে আমি নারি॥
নাকে কাণে ক্ষৎ দিনু গো ঝক্‌মারি আমারি।

(কথায়) "বড় র পিরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ ॥"

[প্রস্থান।

বিদ্যে। সখি! কি হবে, হীরে যে চলে গেল, আবার ব'লে গেল তিনি পাখী নিয়ে থাকেন, হোমকুণ্ডে আহুতি দেন, তিনি তবে কি সন্ন্যাসী হবেন! অরে কি তাঁকে দেখ্‌তে পাব না! কৈ আজ এখনও তিনি এলেন না!

বিমলা। রাজকুমারী! বুঝি কে আস্‌ছে বোধ হয় তোমার নাগর। (উঁকিমারিয়া দেখিয়া) না লো ও মালি, আমাদের স্কুলের মালি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল।

বিদ্যে। সখি! তবে তিনি নন, আমার অংশুমালী নন? সখি! আমাদের স্কুলের সেই উড়ে মালী। সখি! তবে কি হবে! পিয়া বিনা যে হিয়া গুরু গুরু ক'চ্ছে।

সখি গ। গীত

দিল্ যো লিয়া উন্‌কো পাক্‌ড়া চাহিয়ে বহুৎ হুঁসিয়ারী।
বোলেকি কাম্ নেহি, শুন বাত হামারী ॥
যো তোমারা দিল্ লিয়া সোভি তুম্‌ছে দিল দিয়া
পরদেশমে চলাগাগা পহিন্‌কে তেরা প্রেম ডোরী ॥

বিদ্যে। (একটু উঠিয়া চাহিয়া) এয়েছে, কি ক'রে দেখি।

(সুন্দরের সুড়ঙ্গ হইতে উত্থান।)

সুন্দর। — গীত।

প্রাণ দিয়ে যে চাবে আমার আমি প্রাণ দিব তারে।
প্রাণ নিলে যে প্রাণ দিতে হয়, প্রাণ নেওয়া চলেনা ধারে ॥

আমার মনের মনে মন নিয়ে সে করে হাসা হাসি,
আমি মনকে ডেকে মনকে বলি মনকে ভালবাসি,
মনে মনে মিলন হলে পড়বে বাঁধা তারে তারে॥

সখী-গ। রাজকুমারী, রাজকুমারী, দেখ্ দেখ্ ঠাকুর জামাই এয়েছে।

না এসে কি থাক্তে পারে।
মন বেঁধেছে মনের তারে॥

বিমলা। ওগো উদ্ভিদ্ পদার্থ মশাই! এত দেরী কল্লেন কেন? এখানে যে সচেতন পদার্থ মশাই অচেতন হ'য়ে পড়ে আছেন। একটু সরে আসুন।

সরলা। উদ্ভিদ্ কিলো?

বিমলা। এরি মধ্যে বোধোদয় বুঝি ভুলে গেলি? যাহারা মাটী ভেদ করিয়া উঠে তাহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলে জানিস্ না?

সরলা। আমরা তবে কি পদার্থ?

বিমলা। আমাদের যখন নাগর নেই তখন আমরা নিশ্চয় অপদার্থ। ঠাকুর জামাই তুমি ভাই মাষ্টার মশাইএর মত দেরী ক'রে এস কেন? এতদিন আসা যাওয়া ক'চ্ছ পথ সড়গড় হলো না? দেখ্ কেউ আস্‌ছে কিনা? প্লে জমেছে, ড্রপও পড় পড় হয়েছে, একটু দেখিস্ কেউ যেন না আসে, তা হলেই মাটী।

সুন্দর। হইল বিলম্ব এত রাজার সভায়।
গিয়াছিনু সেখানে হলো এক দায়॥
শাস্ত্রের বিচারে সবে হারে তাঁর ঠাঁই।
সে বুঝি হইবে তব বাপের জামাই॥

বিন্তে। রাখ ঠাট্ সন্নাসীর মুখে দেব ছাই।
এই যে দাঁড়ায়ে মোর বাপের জামাই ॥

বিমলা। ওলো! আমাদের বাপের জামাই কি হবে না?

সুন্দর। সুচারু হাসিনী মধুর ভাষিনী
কেন কর এত ছল।
যাবে পুরাতন পাইবে নূতন
আগুণে পড়িবে জল ॥
চুপে আসি যাই না ছিল বালাই
তাই এত করি ভয়।
চোরের এধন করিয়া হরণ
বাটপাড়ে বুঝি লয় ॥

বিমলা। উদ্ভিদ্ মশাই! শিগ্‌গির মিলন ক'রে ফেলুন, মালি আর থাক্‌বে না, বাবা এসে পড়্‌বে।

বিদ্যে। আমি কেনা দাসী, চরণ পিয়াসী,
বাঁধা পদে প্রাণ মন।
ত্যজিয়ে রতন, কাচেতে যতন,
করে বল কোন্ জন ॥

বিমলা। কাঁদা কাঁদি হাসা হাসি যা কর্‌তে হয় ক'রে নাও, আমরা আর রোজ রোজ, চাঁদা আয়, চাঁদা আয় করে ডাক্‌তে পারব না।

সখি-গ। ঘুচিল বিরহ পেলে যে যার তাহায়।
গাইব মিলন-গীত সবে মিলে আয় ॥

গীত।

এরা ছিল কেথা দু-জনে।
চোরে চোরে দেখা দেখি গোপনে গোপনে ॥

(এদের) ফুলের চেয়ে দেখি ভাল,

চাঁদের চেয়ে করে আলো

চাঁদে যেন চাঁদ ফুটেছে চাঁদের মেলা চাঁদ মিলনে।

পাতা ঢাকা ফুলের মত, মনের কথা চাপ্‌ছে যত,

নয়ন যেন বল্‌ছে তত একি জ্বালা সই কেমনে ॥

বিদ্যে। ওলো! বাবা, বাবা, চুপ্ চুপ্।

সখী। রাজা, রাজা বীরসিং? মহারাজা বীরসিং?

(টুনের প্রবেশ)

টুনে। (স্বগতঃ) একি, বেটীরে যে থিয়েটার ক'চ্ছে। আ'মল বিদ্যেসুন্দরের পালা ধরেছে দেখ্‌ছি। (ধরিয়া) ওরে বেটী, বলি কি হচ্ছে, বলি ও নচ্ছার বেটীরা—একি!

বিদ্যে। পিতা, পিতা, তুমি বীরসিং সেজে এসেছ, তোমার জামাইকে চোর ধর্‌তে এসেছ! আমরা ত চোর ধরার পালা অবধি কর্‌ব না।

টুনে। বলি চোদ্দপুরুষের মুখে পিণ্ডি প্রদান ক'রে—আর আমার কুল উজ্জ্বল ক'রে, কি কচ্ছিস্?—

বিদ্যে। পিতা! আজ বড়দিন, আমরা থিয়েটার কচ্ছি. আর তুমি পরম-পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা কর, তিনি পরিত্রাণ কর্‌বেন।

টুনে। থাম্, কট্‌কটে বেটী থাম্।

বিদ্যে। পিতা, পিতা, পৃথিবীর পিতা, স্বর্গস্থ পিতা বলিয়াছেন, ক্রোধ করিবেন না, ক্রোধ দুষ্‌মন, ক্রোধ সয়তান।

টুনে। থাম্ বিষ্টেখেগোর বেটী, জ্যেষ্ঠ্য তাত, চক্ষু বুজিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে আমায় উপদেশ দিতে এসেছেন।

বিষ্ণে। পিতা, পিতা, টুনে পিতা, হবু রায় বাহাদুর পিতা। প্রাণে যদি কোন বিঘ্ন জন্মায় উৎপাটন ক'রে ফেল্‌বে, যদি কেহ বাম গালে চড় মারে ডান গাল পাতিয়া দেবে, যদি কেহ এক ক্রোশ পথ সঙ্গে লইয়া যায়, তাহার সহিত দুই ক্রোশ পথ যাইবে, যদি তোমার পরিবার, ত্যাগ-পত্র চায়, তাহাকে ত্যাগ-পত্র দিবে।

সকলে। স্বর্গস্থ পিতা আর আমাদিগকে পরীক্ষায় আনিওনা, আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোয় আন।

টুনে। চোপ্‌রাও বেটী। একেবারে গেছিস্। দূরহ বিষ্টেখেগোর বেটীরা দূরহ। [টুনে ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুঃখের দায়ে দুটাকার লোভে দালান ভাড়া দিয়ে মেয়ে গুল বয়ে গেল। যাই টাইটেল টা ত আনি?

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

জু-বাগানের সম্মুখ।

(টুনে ও চাপরাসীদ্বয়)

১ম চাপ। বাবু! সরকারের হুকুম আপনাকে এই কাঠের পিঁজ্‌রেতে থাক্‌তে হবে। আপনি টাইটেল অর্থাৎ মান ভাল বাসেন সেই জন্য টেলটী টাই করে বেঁধে দিয়েছেন, এতেই আপনার টাইটেল পাওয়া হয়েছে। কি সাহেব—কি বিবি—কি রাজা কি মহারাজা—কি দীন—কি দুঃখী—যারা এই জু-বাগানে প্রবেশ কর্‌বে আপনার সহিত অগ্রে সাক্ষাৎ হবে। তাঁরা লাঠীর গোঁজা মেরে আলাপ ক'রে টিফিন হিসেবে একটী করে রম্ভা দিবেন, আপনি পিঁজরেতে প্রবেশ করুন।

টুনে। অহো! পরমেশ্বর তোমায় কোটী কোটী প্রণাম, তক্ষণে আমার চক্ষু ফুট্‌ল। ছোটলোক খোসামুদে মোসাহেব লাদের হুজুকের কুহকে পড়ে নিজের মান বাড়াতে গিয়ে অপমানের অবধি রইল না। গরিবের ছেলে রঙ্গায় নাচ্‌তে গিয়ে াদর সেজে পিঁজ্‌রেতে ঢুক্‌তে হল। অল্প লাভে স্কুলের জন্য লান ভাড়া দিয়ে স্ত্রী কন্যাকে সুশিক্ষিতা করতে গিয়ে হিন্দুকুলের কুল-রমণী নিজের পরিবারকেও কুলের বাহির করে দিলুম। মন হ'য়ে চাঁদ ধরতে গিয়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মাল্লেম। দায কারু নয় দোষ নিজের! ধিক আমার জন্মের, ধিক আমার কর্ম্মে, ধিক আমার জীবনে। আমি সনাতন হিন্দু কুলের জুতার তলার অপেক্ষাও অধম, এখন দীননাথকে ডেকে দেখি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি কি না? দীননাথ! দীননাথ!!

(বাবুবেশে জেলাপী রেবতী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের প্রবেশ)

সকলে। গীত।

হোঃ হোঃ সব বাবু সেজেছি।
ফিরবোনা আর ঘরে মোরা আলোয়ে এসেছি ..
হাঃ হাঃ হাঃ ঘোমটা খোলা কি মজা।
খোলা হাওয়ায় হল প্রাণটা তাজা,
ভাতার দিত চোরের সাজা, এখন দিদি পেয়েছি॥
ছিঃ ছিঃ ছিঃ পরব না আর সাড়ী।
রোজ রোজ বাগাব টেড়ী, দেব বুকে ঘড়ী হাতে ছড়ী,
নুড়ী পুজোয় বেঁচেছি॥

জেলাসী। রেবতী! রেবতী! তোমার হাজব্যাণ্ড ঐ পিঁজ্‌রের ভেতর।

রেবতী। গুরু দিদি! যে স্বামি হিন্দু কুলের মর্য্যাদা জানে না, যে স্বামী স্ত্রীকে ব'সে রাখতে পারে না, যে স্বামী নিজের স্বার্থের জন্য পুত্রের গলায় ছুরী দিতে পারে, তার এ অপেক্ষা আরও বেশী সাজা পাওয়া উচিৎ। তোমার দোষেই আমি দোষী। আমি তোমায় দুট পয়সা ফেলে দিচ্ছি দড়ি কিনে গলায় দিও, আর আমিও পারি যদি দিব।

[সকলের প্রস্থান।
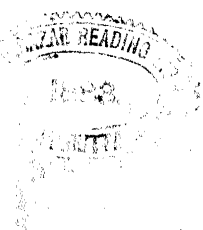
ষষ্ঠ দৃশ্য।

জু-বাগান।

মুন লাইট ফেট (Moon Light fete)

নৌকারোহণে যুবতীগণ।

সকলে। গীত।

তরি তীরে ধীরে নীরে সমীরে চলে হেলে দুলে।
নীলাকাশে সোনার তারা ঢেউয়ের কোলে আপনি খেলে
আধ খানা চাঁদ জলে ভাসে, আধ খানি আকাশে হাসে,
কে যেন কায় পাবার আসে জোছনা গায় ঢালে।
এসেছি মোহন বেশে, হেসে হেসে,
খেল্‌বো সবে প্রাণ খুলে॥

পঞ্চরংয়ের পঞ্চত্ব।